তুমিইতো বাংলাদেশ
শেখ হাসিনা

রবীন্দ্র গোপ

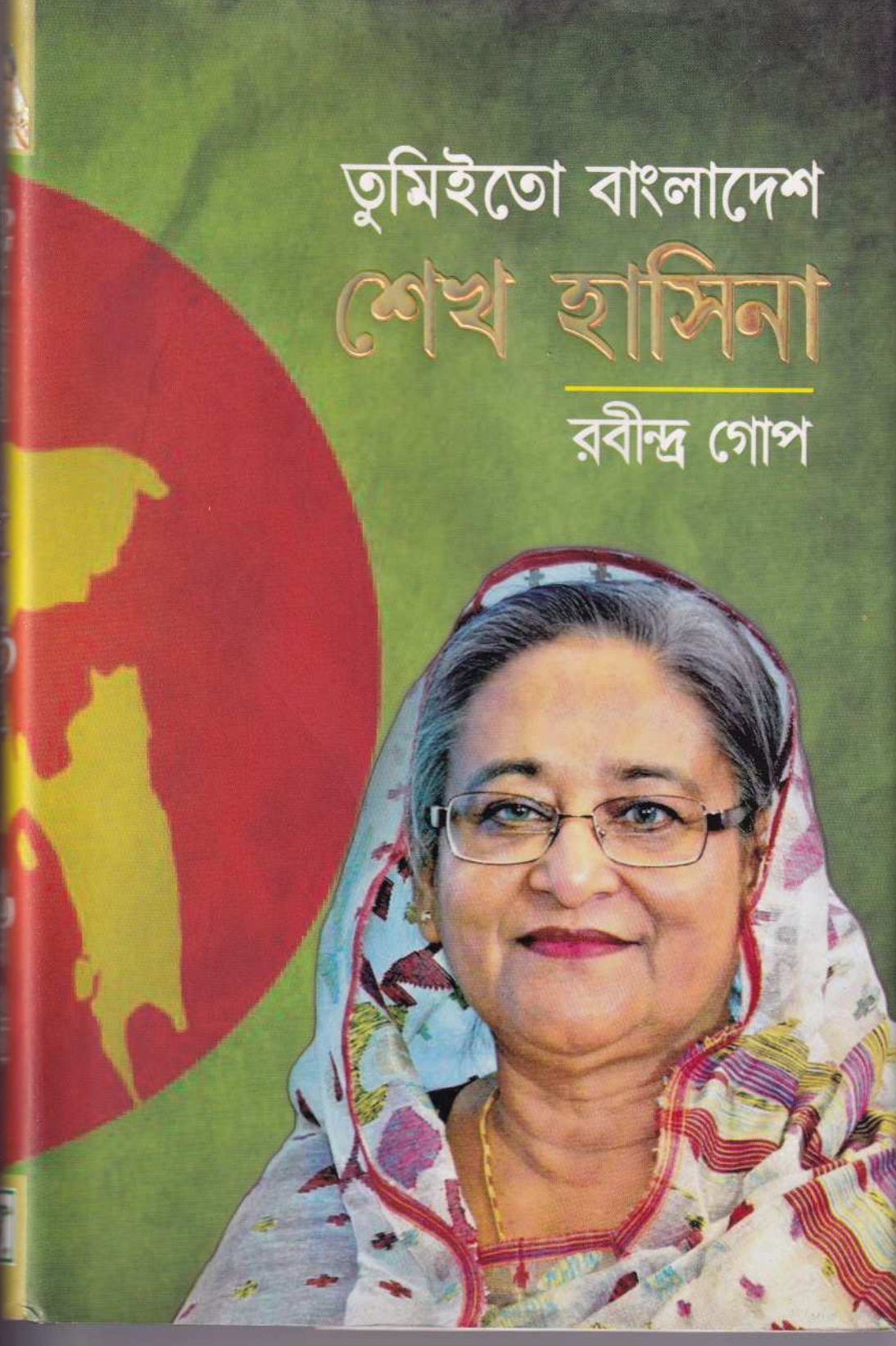

তুমিইতো বাংলাদেশ

শেখ হাসিনা

তুমিইতো বাংলাদেশ
শেখ হাসিনা

সম্পাদক

রবীন্দ্র গোপ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প
গ্রন্থাগার
সংযোজন সংখ্যা ১২২২৩
তাং ৪/৭/২৫
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
BANGLADESH FOLK ART & CRAFTS FOUNDATION
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তুমিইতো বাংলাদেশ
শেখ হাসিনা

সম্পাদক
রবীন্দ্র গোপ

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪২৫/মার্চ ২০১৯

মুদ্রণ সংখ্যা
১০০০ কপি

প্রকাশক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ
একেএম আজাদ সরকার

মুদ্রণ
জি. জি. অফসেট প্রেস
৩১/এ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন
নয়াবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৫১৫, ০১৭১১৬০২৪৪২

মূল্য
৪০০ টাকা

TUMITHO BANGLADESH SHEIKH HASINA
EDITOR
RABINDRA GOPE
Published by Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation,
Sonargaon, Narayanganj, Bangladesh.
First Published : March 2019
Price : Tk. 400 Only U.S. Dollar 15
ISBN : 978-984-34-644-7

উ|ৎ|স|র্গ

আমার আছে
একটিই-আকাশ
একটিই-সাগর
ওরা বেঁচে আছে
যাঁর স্নেহে-তিনি
জননন্দিত নেত্রী মানতার মা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী

শুভ জন্মদিন : একটি গান

বাঙলার প্রকৃতির প্রাণময় শ্যামলিমা
নির্মল আকাশের উদার গভীর নীলিমা
শুভদিন সৃজনের আনন্দ অরুণিমা
বাঙলার মানুষের হৃদয়ের সুরবীণা
ধ্বনি তোলে, জয় জয় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।

মহান পিতার আদর্শে গরীয়সী
বাঙালির আশ্রয় সাহসিকা মহীয়সী
জনতার সংগ্রামে উন্নত শির নেত্রী শ্রেয়সী
শান্তির দীপ্তিতে ভরেছো বিশ্ব আঙ্গিনা,
জয় জয় জয় দেশরত্ন শেখ হাসিনা।

স্বদেশের কল্যাণে চির নির্ভীক অভিযাত্রী
করেছো অবসান বাঙালির দুঃখের অমারাত্রি
মৃত্যুর থাবা থেকে বার বার ফিরেছো নেত্রী
কারাবাসে মানুষের কথা ভেবেছিলে নিদ্রাহীনা,
এনেছো শুভদিন বাঙালির দিশারী শেখ হাসিনা।

সূচি

রবীন্দ্র গোপ

তুমিইতো বাংলাদেশ, সর্বমঙ্গলা, মায়াময় মহীরুহ, তুমি আমাদের আশ্রয়, মানবতার মা, বিশ্ব ইতিহাসে লেখা নাম শেখ হাসিনা, ইন্দিরা গান্ধী [সাবেক প্রধানমন্ত্রী, ভারত], মার্গারেট থ্যাচার (ব্রিটেন), ভিগদিস ভিনগোদি (আইসল্যান্ড), মেরি ম্যাকলিস (আয়ারল্যান্ড), চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা, দেশ পরিচালনায় নারী নেতৃত্বের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ১৭-৩৩

আইয়ুব হোসেন

আটষট্টি ও সত্তরের গল্প ৩৪

অণিমা মুক্তি গমেজ

মাতৃরূপেণ হাসিনা ৩৫

অনাদিরঞ্জন বিশ্বাস

অগ্নিকন্যা শেখ হাসিনা ৩৬

অসীম সাহা

শেখ হাসিনার জবানবন্দী ৩৭

আকবর আহমেদ

জন্মদিনে আপনাকে সালাম ৩৯

আখতার হুসেন

তুমি ছাড়া কেউ শোনে না ৪০

আজিজুর রহমান আজিজ

একজন বিশ্বশান্তি অন্বেষকের জন্মদিন ৪২

আনজীর লিটন

১৯৮১ সাল ১৭ মে ৪৩

আনিস আহামেদ

শারদ কন্যা ৪৪

আনিস মুহম্মদ

শেখ হাসিনা : বিশ্বমানবতার প্রতীক ৪৫

আনোয়ারা সৈয়দ হক

আশাহত হবার তো কথা নেই ৪৭

আবুল আজাদ

এলিফ্যান্ট রোডে কালো গাড়িগুলো ৪৯

আমিনুল ইসলাম
৫০ থার্ড আম্পায়ারের চোখে
আমিনুর রহমান সুলতান
৫২ জনক, শেখ হাসিনা ও উত্তরাধিকার
আমীরুল ইসলাম
৫৩ বঙ্গবন্ধু কন্যা
আলম তালুকদার
৫৫ আমাদের শুভদিন
আলমগীর রেজা চৌধুরী
৫৬ স্বপ্ন হন্তারকের গল্প
আশরাফ সিদ্দিকী বিটু
৫৭ অনিঃশেষ ভালোবাসা
আসলাম সানী
৫৮ শেখ হাসিনা এগোল...
আসাদ মান্নান
৫৯ চাই তাঁর দীর্ঘ আয়ু
আহমেদ কায়সার
৬১ নন্দিত নেত্রী
ইয়াফেস ওসমান
৬২ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন : ১৭ মে ১৯৮১
কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী
৬৪ শুভ জন্মদিন : একটি গান
কাজী রোজী
৬৫ একক প্রতিবিম্ব তোমার
কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা
৬৮ অপেক্ষায় আছি
কাজী মোহিনী ইসলাম
৬৯ বন্দিশালার দেয়ালে
কবীর চৌধুরী
৭০ শেখ হাসিনা

কামাল চৌধুরী
বাঙালির সম্মান ৭১
কামরুল ইসলাম
বাঙালির জয়গানে ৭২
খালেক বিন জয়েনউদদীন
তুমিই বিজয়িনী বাংলাদেশের বাংলার ভাগ্যাকাশে অক্ষয় নাম কন্যে মধুমতির ৭৩
খালেদ হোসাইন
তুমিই আমার পরম, তুমিই আমার নিয়তি ৭৪
জাহিদুল হক
শেখ হাসিনা স্মরণীয়াসু ৭৫
জাহানারা জনি
বঙ্গকন্যা ৭৬
তপন বাগচী
জাতির পিতার কন্যা তুমি ৭৭
তারিক সুজাত
১৭ মে ১৯৮১ ৭৮
তাহমিনা কোরাইশী
জীবন সমুদ্র ৭৯
তোফাজ্জল হোসেন
শেখ হাসিনা শোক করো না ৮১
দিলারা হাফিজ
দেশরত্ন মহিয়সী নারী ৮২
দীলতাজ রহমান
মুক্তাটি বুকে গেঁথে ৮৪
দুলাল সরকার
বাংলার ভাগ্যকাশে অক্ষয় নাম ৮৫
নাছিমা বেগম
শেখ হাসিনা : চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ ৮৭

নাসির আহমেদ
৮৮ পিতার সুযোগ্য কন্যা
নির্মলেন্দু গুণ
৯০ পথে পথে পাথর
নীহার মোশারফ
৯২ মায়াজালে
নুরুন্নাহার শিরীন
৯২ জন্মদিনের গান
নূহ-উল-আলম লেনিন
৯৪ অনেক দূর যেতে হবে...
প্রত্যয় জসীম
৯৬ মুক্তিমানবী
ফরিদ আহমদ দুলাল
৯৭ বঙ্গবন্ধুকন্যার জন্মদিনে
বদরুল হায়দার
৯৮ কবির অন্তর অধিবাসী
বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী
৯৯ তোমাকে সেলাম
বুলবুল মহলানবীশ
১০০ ২১ আগস্টের রাতে তোমার জন্য,
১০১ মুখও চিনুন মুখোশও চিনুন
বেলাল চৌধুরী
১০৩ কোটি কণ্ঠে এক আওয়াজ
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর
১০৪ হাসিনা, তুমি আশ্চর্য
মহাদেব সাহা
১০৫ কেন বন্দি মুজিব দুহিতা
মারুফুল ইসলাম
১০৬ দু'ফোঁটা দুঃখ
মাসুদ পথিক
১০৭ গ্রাম ও মায়ের গল্প

মাহবুবুল হক শাকিল
শেখ হাসিনা আপনি এলেন ১০৯
মিনার মনসুর
এ কথা কে বিশ্বাস করবে আজ! ১১০
মিলন সব্যসাচী
বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা : শেখ হাসিনা ১১২
মুহম্মদ নূরুল হুদা
তোমার দিকে তাকাচ্ছে মানুষ ১১৪
মুহাম্মদ সামাদ
তুমি ভূমিকন্যা ১১৬
মোহাম্মদ সাদিক
একলা হরিণ ১১৮
মোশাররফ হোসেন ভূঞা
তুমি বাঙালির বাতিঘর ১১৯
রফিক আজাদ
তিনি আমাদেরই লোক ১২০
রবিউল হুসাইন
জানালার জং-ধরা শিকগুলো ১২১
রাসেল আশেকী
আপনার জন্ম একটি নতুন সময়ের ইঙ্গিত ১২৩
রাতুল দেববর্মণ
মানব মুক্তির নতুন ঠিকানা,
বাংলাদেশের শেখ হাসিনা ১২৪
রীনা তালুকদার
সবুজ বিপ্লবে দ্বিতীয় মুক্তি ১২৬
রুবী রহমান
পানি চুক্তির পর ১২৭
লুৎফর চৌধুরী
এই যে সুর, এই যে ধ্বনি ১২৮
শরাফত হোসেন
ভূমিমাতা ১২৯

শামীম রেজা
১৩০ একুশে আগস্ট
শারমিন জাহান
১৩১ শান্তির অগ্রদূত
শ্যামসুন্দর সিকদার
১৩২ সুখের প্ল্যাকার্ড নিয়ে শেখ হাসিনা
শাহানা জেসমিন
১৩৪ অতন্দ্র প্রহরী
শাহজাদী আঞ্জুমান আরা
১৩৬ পুনরায়
শিহাব সরকার
১৩৭ আমাদের ফিনিক্স পাখি
সাকিল আহমেদ
১৩৮ পদ্মা-গঙ্গা
সালাউদ্দিন বাদল
১৩৯ শেখ হাসিনা
সাবেদ আল সাদ
১৪১ চেতনা : একুশে আগস্ট
সুজন বড়ুয়া
১৪৩ ঠিকানা শেখ হাসিনা
সোহরাব পাশা
১৪৫ দেশরত্ন শেখ হাসিনা
সৈয়দ শামসুল হক
১৪৬ আহা, আজ কী আনন্দ অপার
হাবীবুল্লাহ সিরাজী
১৪৭ ভেতরের চোখ
হারিসুল হক
১৪৮ পরম বোন
হালিম আজাদ
১৪৯ তোমার জন্যে একটি গজল
১৫০ এই বন্দিখানা একদিন থাকবে না

রবীন্দ্র গোপ

তুমিইতো বাংলাদেশ

(জননন্দিত মানবতার মা, শান্তির প্রতীক
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শ্রদ্ধা)

বিশ্বনন্দিত মাতৃময়ী নারী তুমিতো অবলা নও
বিশ্বকে জয় করে আজ তুমি বাঙালির প্রজ্বলিত প্রতীক
ষোলকোটি মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে
তুমি আজ গর্বিত বাঙালি বিশ্বজয়ী নেত্রী
তোমার তুলনা শুধুই তুমি, গর্বিত বঙ্গভূমি।

ক্ষুধায় পীড়িত নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষেরে তুমি
দিয়েছো অপার শক্তি, দিয়েছো বল,
দিয়েছো সাগরের ভূমি জল
অতঃপর দিয়েছো ক্ষুধার অন্ন অসীম ঐশ্বর্য
তুমিতো বাঙালিকে করেছো গর্বিত মহান
দেশকে করেছো গৌরবদীপ্ত বাংলাদেশ।

বিশ্বের বুকে গর্বিত স্বদেশের মানচিত্র জয় পতাকা
তোমারই কীর্তিতে তোমারই গৌরবে
উড়ছে দিকে দিকে তুমিতো গর্বিত নারী নও শুধু
তুমিতো বিশ্বের নন্দিত শীর্ষ চিন্তাবিদ
তোমার তুলনা শুধুই তুমি, তুমিইতো বাঙলাদেশ।

জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার তুমিতো মাথা নোয়াবার নও
তুমি বাঙালির গৌরবিনী মহীয়সি নারীর প্রদীপ্ত শিখা
জয় বাংলা বলে জয়বঙ্গবন্ধু বলে জয় হোক সত্য সুন্দরের
তোমার এগিয়ে চলার পথে আর থাকবেনা কোন কন্টক বাধা।

সর্বমঙ্গলা

নীলকণ্ঠ পাখি এক অগ্নিময় ভূভাগে
তুমি ছায়া দিয়ে যাও
তুমিতো জাননা তুমি অসহায় মানুষের
নীপীড়িত মানুষের মা-ও।

তোমার মায়ায় তোমার ভালোবাসায়
বেঁচে থাকে কত মানুষ আলো আশায়
স্বপ্ন তাদের, তুমি আছো পাশে
সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে আছো ভালোবাসায়।

যত আসুক ঝড় ঝঞ্জা যাবে ভেসে যাবে জঙ্গি যন্ত্রণা
বাঙালি জাতির মুক্তিপথের দিশারী তুমি
তোমারই দীপ্ত আলোকছটায় ভেসে যাবে কত অন্যায়
আমরা তোমার কোটি সন্তান আছি এক সাথে।

ঐক্যমন্ত্রে আজ ধাবমান দেশের কল্যাণে
বিশ্ব শান্তির অগ্রপথিক তুমি সর্বজয়ী সর্বমঙ্গলা।
তোমার ব্যথা বেদনায় মধুমতির বুকে উঠে উথাল-পাথাল ঢেউ
কাঁদে নদী পদ্মা যমুনা বয়ে যায় বেদনাবুকে নীরবধি।

তোমাকে যে যেতে হবে অনেকদূর, অনেক পথ
পাড়ি দিতে হবে উত্তাল সাগর অনন্ত আকাশে-রথ
তোমার অগ্রযাত্রায় বিশ্ব আজ অবাক তাকিয়ে রয়
তোমার যাত্রাপথে আর থাকবেনা কোন বাধা হবে হবে জয়।

মায়াময় মহীরুহ

পূর্ণিমা চাঁদের জ্যোছনার গলিত প্লাবনে
শিশির স্নাত ভোরের মায়াভরা হাওয়ায়
দোয়েলের লেজ নাচানো গানের সুরে
আকাশে বাউল চুল উড়ানো শরতে
কবিতার মত একদিন হঠাৎ একটি নাম
ফুটে উঠলো আমার হৃদয়ের আঙ্গিনায় সারা বাংলাদেশে।

কী চমৎকার সাহসী রমনী মা কিংবা প্রেয়সী
একটি কবিতাও এ নামে হতে পারে
কিংবা একটি কবিতারই এ নাম
আকাশে মেঘের ছেড়া রুমাল উড়ানো দেখে
এক টুকরো হাসিতে উচ্ছল স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় এসে দাঁড়ালেন,
মুহূর্তেই বাংলার নারী মা কিংবা প্রেয়সী
কবির খাতায় একটি জীবন্ত কবিতার ছবি।

একবার সাঁকো পার হতে শুনেছি পা নাকি কেঁপেছিলো
আবার শিংমাছ বিষাক্ত কাঁটায় আঙ্গুলে ছড়িয়ে ছিলো বিষ
সে মেয়েটি মেশিনগানের তাক করা নল দেখেও কাঁপে না ভয়ে
কী চমৎকার সাহসী রমনী মা কিংবা প্রেয়সী,
একটি কবিতা ও এ নামে হতে পারে
কিংবা একটি কবিতারই এ নাম।

কাল রাতে আমি স্বপ্নে বাংলার কন্যাকে দেখলাম
অনেক অনেক প্রিয় শব্দে সেজে গেলো একটি জীবন্ত কবিতা
মধুমতি নদীর কিনারে একা
এলোচুল উড়ে যায় মেঘে
বাংলার আগামী স্বপ্নে মগ্ন
বিষন্ন ছায়ায় হারিয়ে হারিয়ে
পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলে ডাল পালা ছড়িয়ে পড়লো।

দেখতে দেখতে হয়ে গেলো সবুজের মায়াময় মহীরুহ
আকাশের ছাদ ছুঁয়ে দু'বাহু সূর্যের দিকে উঠে গেলো
সাথে সাথে আরো বিশ কোটি বজ্রমুষ্টিবদ্ধহাত
শান্তির প্রতীক মুক্তির পতাকা হাতে ভাস্বর প্রতিমা
তারই ছায়ায় বাংলার মানুষ কী বিস্ময়ে
এঁকে যায় আগামী দিনের স্বপ্ন।

শাদা গাংচিলেরা পাখা বিস্তার করলো অনন্ত আকাশ নীলে
বৃক্ষরাজি একসাথে লক্ষকোটি কৃষ্ণচূড়া বাহুতে নাচতে থাকে
হাজারো নদীর মোহনায় দ্বীপ হয়ে
জেগে গেলো সাহসী রমনী।
পদ্মা মেঘনা যমুনা রক্তের উত্তাল ঢেউ তুলে
মুক্তিকামী মানুষের কথা বলে গেলো তার কানে কানে
তিনি ডাক দিলেন এবার নৌকার ঘুমন্ত মাঝিদের
বদর বদর বলে বাঙলার লাখো মাঝি পাল তুললেন
সবুজের বুকে লাল ভোর উড়তে লাগলো হাওয়ায়।

তুমি আমাদের আশ্রয়

আঁধার আচ্ছন্ন কাল থেকে কেটেছে কতটা অমবস্যা
বঙ্গবন্ধু'র আলোর বিচ্ছুরণ তোমাতেও প্রতিফলিত
মানুষের সংকটে, বিপদে তোমারই উপস্থিতির আলো
সে থেকে পূর্ণিমা চাঁদের মত তুমি
সূর্য কিরণের ছায়ায় আমাদের আলো দিয়ে যাও।

সাগরকে জয় করেছো-তোমার নেতৃত্বে তোমার মেধায়
বিপুল বিস্ময়ে বিশ্বকে নাড়িয়েছো– একাগ্রতার মন্ত্রে
পৃথিবীকে বুঝতে দিয়েছো, মানুষের ভালোবাসার চেয়ে
আর বড় কিছু নেই, হিংস্রতা গ্রেনেড বোমা আর বারুদ
কিছুই তোমাকে স্পর্শ করতে পারেনি, মানুষের
ভালোবাসার কাছে সবই পরাজিত ।

কল্যাণের প্রদীপ শিখা সর্ব মাঙ্গল্যে প্রজ্বলিত
তোমারই আশীর্বাদের আলোয় তাঁতি, জেলে, কামার কুমার
ভেতরের অন্ধকার তাড়িয়ে ভোরের পাখির ডাকে যাত্রা করেছে শুরু
হিমালয় সম পিতার ব্যক্তিত্বের কাছে শিখেছ মহত্বকে
মানবতাকে-সাগরের মত সীমাহীন তরঙ্গায়িত হৃদয়
তোমাকেও এনে দিয়েছে বিশালত্ব

আকাশের মত নীলাভ সৌন্দর্য-মণ্ডিত নক্ষত্ররাজি তোমাকে করেছে উদার
তুমি মাতৃময়ী কল্যাণধাত্রী, আমাদের আশ্রয়ের ঠিকানা।

মানবতার মা

তুমি মাতৃময়ী শান্তির প্রতীক প্রতিমা সুন্দর
তুমি আশ্রয়হীনের আশ্রয়দাত্রী মমতাময়ী
মানবতার মা তুমি, মঙ্গলময়ী কল্যাণীয়
তুমি বিশ্বে শান্তির গৌরবে জাতিকে করেছো মহিমান্বিত।

বঙ্গবন্ধুর রক্তধারায় তুমি প্লাবিত ঢেউয়ের চূড়া
তুমি ভাঙো অসাম্যের যত ব্যবধান দূর কর অন্ধকার
ক্ষুধার্ত মানুষেরে দাও অন্ন, তুমি বিপন্ন মানবতার বাতিঘর
তুমি আগুনে পোড়া মানুষ ঘরছাড়া মানুষেরে নাও বুকে টেনে।

তোমার কর্মে তোমার সাহসে তোমার ভালোবাসা বিশ্বাসে
বিশ্বজয়ী দুর্গতি নাশিনী, বঙ্গবন্ধুই যেন নিঃশ্বাসে
বিশ্বাসে আবার আবির্ভূত তোমারই মাঝে মাতৃরূপে
তোমার মুখশ্রী ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের সবুজে শ্যামলে
ফুটে ওঠে ভোরের রক্তিম সূর্য তুমিই বাংলা মা
বাংলার মানুষের ছায়া সুনিবিড় শান্তি নীড়।

নীড়হারা পাখিদের সীমানা ছাড়িয়ে আশ্রয়ে তোমার
তোমার পিতার উদারতা তোমার মাঝেও আজ
এতশত মানুষ আগুনে পোড়া ঠিকানা হীনেরা
তোমার অন্তরে খোলা দরজায় অবাধ প্রবেশ।

তুমিতো মা মানবতার শেষ ঠিকানা আজ তুমি
তুমি বিশ্ব নন্দিত শান্তির প্রতীক প্রতিমা মাতৃময়ী দেবী।

বিশ্ব ইতিহাসে লেখা নাম শেখ হাসিনা

আবারও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন শেখ হাসিনা হলেন বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘমেয়াদের নারী প্রধানমন্ত্রী। তিনি অতিক্রম করলেন এর আগের দীর্ঘমেয়াদে থাকা অনেক নারী প্রধানমন্ত্রীকে। তার মধ্যে থাকবেন ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, ব্রিটেনের মার্গারেট থ্যাচার, শ্রীলঙ্কার চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গাসহ অনেকে। শেখ হাসিনা প্রথমবার প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নেন ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন, ক্ষমতায় ছিলেন ১৫ জুলাই, ২০০১ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি। এখন পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এবার ১৫ বছরের দায়িত্ব শেষ হলো। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হলেন যোগ হবে আরও পাঁচ বছর। একজন নারীর এত লম্বা সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী থাকা ইতিহাসের অন্যরকম এক মাইলফলক বটে। শেখ হাসিনা ২০১১ সালে বিশ্বের সেরা প্রভাবশালী নারী নেতাদের তালিকায় সপ্তম স্থানে ছিলেন। ২০১০ সালে নিউইয়র্ক টাইমস সাময়িকীর অনলাইন জরিপে তিনি বিশ্বের সেরা দশ ক্ষমতাধর নারীর মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। বিশ্বের ক্ষমতাধর নারীদের তালিকা বিচারে ২০১৫ সালে তিনি ছিলেন ৫৯তম স্থানে। ২০১৪ সালে এ তালিকায় প্রধানমন্ত্রীর স্থান ছিল ৪৭তম। ২০১৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ ৭০তম অধিবেশনে পরিবেশবিষয়ক সর্বোচ্চ চ্যাম্পিয়ন্স অব দি আর্থ পুরস্কার লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কারও লাভ করেন।

শুধু নারী কোটায় নয়, দীর্ঘমেয়াদি রাষ্ট্রপ্রধান ও বিরোধী দলের প্রধান হিসেবে বিশ্বের ইতিহাসে শেখ হাসিনা এগিয়ে। তাঁর রাজনৈতিক কর্মনৈপুণ্য সেরাদের মাঝে সেরা হিসেবে অভিহিত। বিভিন্ন সময়ে তাকে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গেও তুলনা করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি নারী রাষ্ট্রপ্রধানের এ তালিকায় রয়েছেন মার্গারেট থ্যাচার, চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা,

মেরি ম্যাকলিসসহ অনেকে। তবে টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করেছে শেখ হাসিনা অতিক্রম করলেন উপরোক্তদের। একই সঙ্গে তিনি হলেন বিশ্ব নারী নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান আইকন।

ইন্দিরা গান্ধী

[সাবেক প্রধানমন্ত্রী, ভারত]

তিন মেয়াদে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ছিলেন ১৫ বছরের কিছু বেশি সময়। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি থেকে '৭৭-এর মার্চ পর্যন্ত একটানা ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। পরের বার ১৯৮০ সালের ১৪ জানুয়ারি আবার প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন। কিন্তু ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর আততায়ীর গুলিতে নিহত হন ইন্দিরা। শুধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনই করেননি, বরং থেকেছেন অন্য অনেক কাজে যুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হিসেবে তিনি কাজ করেন ১৯৬৪-৬৬ পর্যন্ত। এরপর '৬৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে '৬৯-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও তিনি সামলেছেন। '৬৭-এর সেপ্টেম্বর থেকে '৭৭-এর মার্চ পর্যন্ত পরমাণু শক্তিবিষয়ক দফতরেরও মন্ত্রী পদে কাজ করেন। তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন '৭০-এর জুন থেকে '৭৩-এর নভেম্বর পর্যন্ত। এ ছাড়া মহাকাশ দফতরের মন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেন '৭২-এর জুন থেকে '৭৭-এর মার্চ পর্যন্ত। ১৯৮০ সালের জানুয়ারি থেকে তিনি যোজনা কমিশনের চেয়ারপারসনের দায়িত্বও পালন করেন। এ ছাড়া বহু সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী যুক্ত ছিলেন। যেমন-কমলা নেহেরু মেমোরিয়াল হসপিটাল, গান্ধী স্মারকনিধি ও কস্তুরবা গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। স্বরাজ ভবন ট্রাস্টের তিনি ছিলেন সভানেত্রী। এ ছাড়া তিনি যুক্ত ছিলেন বালসহযোগ, বালভবন পর্ষদ ও চিলড্রেন্স ন্যাশনাল মিউজিয়ামের সঙ্গে (১৯৫৫)। এলাহাবাদে কমলা নেহেরু বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন তিনি। ১৯৬০-৬৪ সাল পর্যন্ত ইউনেস্কোর ভারতীয় প্রতিনিধি দলেও ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী।

মার্গারেট থ্যাচার

(ব্রিটেন)

ব্রিটিশ লৌহমানবী মার্গারেট থ্যাচার। রাজনীতিতে ছিলেন কনজারভেটিভ পার্টির নেত্রী। আপসহীন এক নেত্রী ও ব্রিটিশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭৯ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হয়ে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় ছিলেন। আর তা থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন দীর্ঘমেয়াদে ক্ষমতায় থাকা নারীপ্রধানদের মধ্যে অন্যতম। এর আগে ১৯৭০ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে কনজারভেটিভ পার্টিতে জয়লাভ করেন। এরপর থ্যাচার মন্ত্রিপরিষদে শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এর পর থেকে নিজেকে পদে পদে প্রমাণ করে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্করণ করেন। কিন্তু তার নারীবাদী ভূমিকা ব্যাপক প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল। থ্যাচার নারীপ্রধানদের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান পেলেও দীর্ঘ ১১ বছরের ক্ষমতায় মন্ত্রিসভায় মাত্র একজন নারী মন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন। আর তা নিয়ে সমালোচনাও কম হয়নি। এ ছাড়া ঘন ঘন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা করতেন। ১৯৮৬ সালের দিকে দ্য সানডে টাইমস একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে রানী ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতানৈক্যের সংবাদ দেয়। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয় বিশ্বজুড়ে। ১৯৯০ সালের ১ নভেম্বর মন্ত্রিপরিষদের সবচেয়ে পুরনো মন্ত্রী গফ্রি হয়ি সহকারী প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করলে তার প্রধানমন্ত্রিত্ব হুমকির মুখে পড়ে। এরপর নিজ পার্টি থেকে চাপের মুখে পড়ে থ্যাচার পদত্যাগ করেন। থ্যাচারের জীবনী নিয়ে লেখক জন ক্যামপেবল বিদেশি গণমাধ্যমকে বলেন, 'থ্যাচার সত্যিই একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ব্রিটিশ রাজনীতির ইতিহাসে প্রথম পেশাদারী নারী।'

ভিগদিস ভিনগোদি

(আইসল্যান্ড)

দীর্ঘমেয়াদি নারী সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন আইসল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট ভিগদিস ভিনগোদি। তিনি ১৯৮০ সালের

১ আগস্ট থেকে ১৯৯৬ সালের ১ আগস্ট পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। আইসল্যান্ড ও ইউরোপের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট তিনি। গণতান্ত্রিকভাবে প্রেসিডেন্ট হওয়া ভিনগোদি দীর্ঘ ১৬ বছর রাজত্ব করা সত্ত্বেও বিশ্ব রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বদানকারী হিসেবে খুব বেশি আলোচিত নন। ভিনগোদি ১৯৮০ সালে প্রথম নির্বাচনে ৩৩.৬ ভাগ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। পরে আইসল্যান্ডের রাজনৈতিক অঙ্গন ও সাধারণের কাছে এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে, ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন। চার বছর পর ১৯৯২ সালে ৯৪.৬ ভাগ ভোট পেয়ে বাধাহীন জয় পান। ভিনগোদি সমকামীকে অনুমোদন দেওয়া রাষ্ট্র আইসল্যান্ডের আজ পর্যন্ত একমাত্র নারী প্রেসিডেন্ট। দেশটির ইতিহাসে আরেকজন নারী প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন যার নাম জোহানা সিজুরগাদাতির। অফিশিয়ালি ২০০৯ সালে অফিসে পুরুষ ও মহিলাদের অংশগ্রহণ সমান করা হয়। একই বছর দেশটির সরকার খোলামেলা সমকামিতার অনুমোদন দিয়ে বিশ্বে আলোচিত হয়। দেশটি ২০১৫ সালে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের জেন্ডার ইকুয়াল ইনডেক্সে প্রথম স্থান পায়। গণমাধ্যমকে প্রেসিডেন্ট ভিনগোদি বলেন, 'আমি আইসল্যান্ডের নারীদের আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে পেরেছি এবং তারা প্রত্যেকেই আমাকে তাদের আইকন হিসেবে দেখে।'

মেরি ম্যাকলিস

(আয়ারল্যান্ড)

মেরি ম্যাকলিস ছিলেন আয়ারল্যান্ডের অষ্টম রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি এক যুগের বেশি, ১৩ বছর ৩৬৪ দিন ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে ক্ষমতায় আরোহণ করেন, দীর্ঘ সময় দেশটির শাসন ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থানের পর ২০১১ সালের নভেম্বরে ক্ষমতা ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান। একই সঙ্গে তিনিই ছিলেন নর্দান আয়ারল্যান্ড থেকে আসা প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট ও আয়ারল্যান্ডের ইতিহাসে

দ্বিতীয় নারী প্রেসিডেন্ট। তিনি দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসেন ২০০৪ সালে। ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব মেধাবী ছিলেন মেরি ম্যাকলিস। তিনি পড়াশোনা করেন আইন বিষয়ে কুইন্স ইউনিভার্সিটি বেলফাস্টে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে খুবই ভালো রেজাল্ট করার পর ১৯৭৫ সালে ট্রিনিট্রি কলেজের প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ পান ক্রিমিনাল লতে। পরে কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরত আসেন বিভাগীয় পরিচালক পদে। ১৯৯৪ সালে তিনি প্রথম নারী হিসেবে কুইন্স ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ পান। সাফল্যময় কর্মজীবনে তিনি সবসময় ভেবেছেন কীভাবে দেশ ও দশের উন্নয়ন করা যায়। মেরি ম্যাকলিস দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আরোহণ করার পর থেকেই জনপ্রিয়তার সঙ্গে দেশ পরিচালনা করেন দীর্ঘ সময়। নারীর ক্ষমতায়ন, মানুষের সমঅধিকার, সামাজিক ব্যবধান দূরীকরণে কাজ করে সাফল্য পেয়েছেন এই নারী রাষ্ট্রপ্রধান।

চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা

চন্দ্রিকা বন্দরনায়েকে কুমারাতুঙ্গা জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৫ সালের ২৯ নভেম্বর কলম্বোয়। তিনি শ্রীলঙ্কার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। দেশটির ইতিহাসে পঞ্চম রাষ্ট্রপতি ছিলেন। চন্দ্রিকা ১৯৯৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০০৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। এখন পর্যন্ত তিনি শ্রীলঙ্কার একমাত্র মহিলা হিসেবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া শ্রীলঙ্কার সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রীর কন্যা তিনি। ২০০৫ সাল পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির (এসএলএফপি) দলীয় প্রধান ছিলেন চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা। ১৯৭৪ সালে শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসেবে মহিলা লীগের নির্বাহী কমিটির সদস্য হন। ১৯৭২-৭৬ সময়ে তিনি শ্রীলঙ্কায় ভূমি পুনর্গঠন কমিশনের প্রধান পরিচালক ছিলেন। ১৯৭৬-৭৭ সময়ে জনভাষা কমিশনের চেয়ারম্যান হন এবং সম্মিলিত খামার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৬-৭৯ মেয়াদে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি ত্যাগ করে স্বামী বিজয় কুমারাতুঙ্গার দল শ্রীলঙ্কা

মহাজন পার্টিকে সমর্থন দেন। স্বামীর মৃত্যুর পর দেশত্যাগ করে যুক্তরাজ্যে চলে যান। এরপর জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নমুখী অর্থনীতি গবেষণা বিশ্ব সংস্থায় কাজ করেন। ১৯৫৯ সালে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কর্তৃক তার বাবা নিহত হন। এরপর চন্দ্রিকার মা সিরিমাভো বন্দরনায়েকে শ্রীলঙ্কা তথা বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হন। অনুরা বন্দরনায়েকে, সুনেত্রা বন্দরনায়েকে দুজনই চন্দ্রিকার ভাইবোন। তাদের দাদা স্যার সলোমন ডায়াস বন্দরনায়েকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে সিলনের প্রতিনিধি ও সিলন গভর্নরের পরামর্শক ছিলেন। কলম্বোর সেন্ট ব্রিজেটস কনভেন্টে অধ্যয়ন করেন। এরপর একুইনাস বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে আইনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে পাঁচ বছর ফ্রান্সে অবস্থান করেন। তিনি প্যারিস থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

দেশ পরিচালনায় নারী নেতৃত্বের ইতিহাসে সর্বোচ্চ

নারীরা এখন আর পিছিয়ে নেই। সমাজের নানা ক্ষেত্রসহ রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান হিসেবে দেশ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত নারী নেতৃত্বের সংখ্যা বাড়ছে। দেশ পরিচালনায় ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে এশিয়ার দ্বীপদেশ তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সেই ইং-ওয়েন। একই মাসে মার্শাল আইসল্যান্ডসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন হিল্ডা হেইন। মধ্য জুলাইয়ে এসে নারী নেতাদের কাতারে যুক্ত হন ব্রিটেনের তেরেসা মে। ব্রেক্সিট ভোটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে আসার গণভোটের পর রাজনৈতিক পালাবদলে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে সামনে চলে আসেন ৫৯ বছর বয়সী ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ দলের এই নারী। ২০১৫ সালে পাঁচটি দেশে রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান হিসেবে নেতৃত্বে যুক্ত হন নারীরা। সেগুলো হলো সুইজারল্যান্ড, পোল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, নামিবিয়া ও নেপাল। তবে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব প্রতি বছর পরিবর্তন হওয়ায় ২০১৬ সালে ওই পদে দায়িত্ব নিয়েছিলেন জোহানস্নাইডার আম্মান।

২০১৪ সালে রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন ২০ জন নারী। সে হিসেবে বছরটি ভবিষ্যৎ নারী নেতাদের জন্য অনুপ্রেরণার বছর হিসেবেও কাজে দেবে। এরই মধ্যে ২০১৬ সালে অনিয়মের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত হন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রউসেফ। কিন্তু অনেক নারী সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান বছরের পর বছর ধরে রাষ্ট্র পরিচালনা করে আসছেন। নারী নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় সরকারপ্রধানের দায়িত্বে আছেন জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মেরকেল, যিনি ২০০৫ সালের ২২ নভেম্বর ক্ষমতায় আসেন এবং এখন পর্যন্ত তৃতীয় দফায় দায়িত্ব পালন করছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সময় রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট অ্যালেন জনসন সারলিফ। তিনি ২০০৬ থেকে ২০১৮ সালের ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এ মুহূর্তে বিশ্বে টানা ক্ষমতায় থাকা নারী সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানদের তালিকায় শীর্ষে আছেন সেন্ট লুসিয়ার গভর্নর জেনারেল ডেম পারলেত লুইজি। ১৯৯৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি সরকারপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ ২০ বছর ১০৫ দিন ডেম পারলেত লুইজি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। অবশ্য সেন্ট লুসিয়ার গভর্নর জেনারেল ডেম পারলেত লুইজি বিশ্ব রাজনীতিতে তেমন আলোচিত সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান নন।

২

বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়লেন শেখ হাসিনা। টানা ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর তৃতীয় মেয়াদে আবারও প্রধানমন্ত্রী হলেন তিনি। নির্বাচনে হ্যাটট্রিক জয়ের রেকর্ড করে শেখ হাসিনা চতুর্থ মেয়াদে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন। সমকালীন বিশ্বে এটি তার অনন্য রাজনৈতিক সফলতা।

শুধু তাই নয়, তিন মেয়াদে বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৮৬, ১৯৯১ এবং সর্বশেষ ২০০১ সালে বিরোধীদলীয় নেতার দায়িত্ব পালনকালে তিনি কঠিন

সময় পার করেছেন। ১৯৮১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। মেধা, দক্ষতা, প্রজ্ঞা আর জনগণের ভালোবাসাকে পুঁজি করে তিনি অনুন্নত এক দেশকে তুলে এনেছেন মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে জীবনমানের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্যে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের রোল মডেল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায় সম্ভাবনাময় সোনার বাংলার দুয়ার। ১৫ আগস্টের ভয়াল রাতে সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু নিহত হলেও তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় বেঁচে যান শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানা। পরবর্তী ছয় বছর লন্ডন ও দিল্লিতে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয় তাদের দুই বোনকে। কিন্তু ঘাতকদের ষড়যন্ত্র আর অনিরাপত্তার কারণে পরিবারের সবাইকে হারানোর পরও ছয় বছর দেশে ফিরতে পারেননি তারা। অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ মে দেশে ফিরে আসেন শেখ হাসিনা। কিন্তু সেদিনও তিনি ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে প্রবেশ করতে পারেননি। ১৯৮১ সালে তার অনুপস্থিতিতেই সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। তিনিই প্রথম জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। তারই নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করে, যার ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের পতন ঘটে।

দেশে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হওয়ার পর ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে তিনি সবসময় সোচ্চার ছিলেন বিএনপি সরকারের দুঃশাসন আর নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে। অক্লান্ত আন্দোলনের মুখে তৎকালীন বিএনপি সরকার বাধ্য হয় সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই নির্বাচন দিতে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয় আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনার

নেতৃত্বে সরকার গঠন হয়। তার সরকারের অন্যতম সাফল্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি। যুগ যুগ ধরে চলে আসা পাহাড়ি-বাঙালি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধে স্বাক্ষরিত হয় এই শান্তি চুক্তি। প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি তার সরকারের অন্যতম আরেকটি সাফল্য। ২০০১ সালে দেশের ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত নীলনকশার নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে হারিয়ে দেওয়া হয়। সরকার গঠন করে বিএনপি-জামায়াতের চারদলীয় জোট। আর দ্বিতীয়বারের মতো বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হন শেখ হাসিনা। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলাসহ বেশ কয়েকবার তাকে হত্যার চেষ্টা চালানো হয়। তবে সব অপচেষ্টা নস্যাৎ করে চারদলীয় জোট সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন শেখ হাসিনা। এরপর আসে এক-এগার। তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গ্রেফতার করে শেখ হাসিনাকে। রাজনীতিতে সৃষ্টি হয় নেতৃত্বশূন্যতা। হুমকির মুখে পড়ে দেশের গণতন্ত্র। গণরোষের মুখে একপর্যায়ে তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় তৎকালীন সেনা সমর্থিত সরকার। বিরাজমান গণতন্ত্রের সংকট কাটিয়ে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট। গণতন্ত্রের নতুন এ সন্ধিক্ষণে দ্বিতীয়বারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন শেখ হাসিনা। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের নতুন এক যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ পরিকল্পনায় বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়। প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ২৮ ভাগে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি অসংখ্য সমস্যার জট খুলেছেন। তিনি আমাদের দেশকে পাকিস্তানি ধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেছেন। একই সঙ্গে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছেন। জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করেছেন। বিপুল তার প্রাণশক্তি এবং কর্মক্ষমতা। দেশের জনগণ এবং আওয়ামী লীগই তার আত্মার আত্মীয়, ধ্যান, জ্ঞান এবং সর্বক্ষণের সহযাত্রী। নিজেকে তিনি 'আলোর পথযাত্রী' বলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছে। পরিকল্পনা করেছেন চট্টগ্রামকে দ্বিতীয় সিঙ্গাপুর বানানোর। বাস্তবায়ন হচ্ছে একশ ইকোনমিক জোন। অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে নজরকাড়া সাফল্য হিসেবে দেখা দিচ্ছে পদ্মা সেতু। পাশাপাশি চার লেন মহাসড়ক, উড়াল সড়ক এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। শেখ হাসিনার পরিকল্পনাতেই বাংলাদেশ এখন প্রায় সব ক্ষেত্রে ডিজিটাল। পাওয়া যাচ্ছে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎও।

১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর দেশের অর্থনীতির প্রাণ কৃষিতে ভর্তুকি এবং প্রণোদনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তিনি। কৃষক বাঁচলে বাঁচবে দেশ তার এই মূলমন্ত্রে ঘুড়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। তার সঠিক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ এখন আমদানিনির্ভর জাতি থেকে রপ্তানিনির্ভর জাতিতে পরিণত হচ্ছে। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কৃষিখাতে ঘটে গেছে নীরব বিপ্লব। অর্থনৈতিক জোন, হাইটেক পার্ক, পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ অসংখ্য দৃশ্যমান মেগাপ্রকল্পে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং অসাধারণ ধীশক্তির স্বীকৃতি হিসেবে বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেন তিনি। ১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি মোট ৪১টি পুরস্কার, পদক, ডক্টরেট ও সম্মাননা তিনি অর্জন করেছেন। এর মধ্যে জাতিসংঘের পুরস্কার রয়েছে কয়েকটি। এ ছাড়া দেশ-বিদেশের ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন তিনি। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় পদ্মা সেতু নির্মাণ, সমুদ্র সীমানা বিজয়, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, রাজধানীর যানজট নিরসনে তৈরি হয়েছে ফ্লাইওভার, জীবনমানের উন্নয়ন ঘটিয়ে দরিদ্রতার হার নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, বিনামূল্যে এক কোটি শিক্ষার্থীর হাতে বই বিতরণ, মাতৃত্বকালীন ভাতা ও বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান, কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি, গরিব শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। এ ছাড়াও প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল তথ্য সেবা কেন্দ্র, দেশের বিভিন্ন

স্থানে ইকোনমিক জোন নির্মাণ, মোবাইল ও ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষিতে সফলতা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমনে সফলতা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে ঝুলে থাকা ছিটমহল সমস্যার সমাধান প্রমাণ দেয় তার নেতৃত্বের দক্ষতার। বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর সম্মানজনক সমাধান করেছেন তিনি। শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমার নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমুদ্রবিজয় একদিকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে সংহত করেছে, অন্যদিকে ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে। ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা স্থলসীমানা চুক্তি বাস্তবায়ন হয়েছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর হাতে নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশে আসা ১০ লাখের বেশি মানুষকে মানবিকতার জায়গা থেকে ঠায় দিয়েছেন তিনি। তার এই ভূমিকা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। এজন্যই তাকে 'মানবতার মা' বলে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে।

শেখ হাসিনার লক্ষ্য ছিল দেশের সামাজিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা। তিনি এই 'ঘুণে ধরা সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ গড়ার' প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলেন। বাংলাদেশের স্কুলে যাওয়ার বয়সী প্রতিটি শিশু এখন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের হার ৫৫ শতাংশ এবং ছেলেদের ৪৫ শতাংশ। শিক্ষার হার দাঁড়িয়েছে ৭২ শতাংশ। আমাদের জনগোষ্ঠীর গড় আয়ুষ্কাল ৭১ বছরে উন্নীত হওয়া, দক্ষিণ এশিয়ায় শিশুমৃত্যু এবং মাতৃমৃত্যুর হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। তার দূরদর্শী পরিকল্পনা আর দক্ষ নেতৃত্ব বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ।

আইয়ুব হোসেন

আটষট্টি ও সত্তরের গল্প

মধুমতি থেকে বুড়িগঙ্গা কত দূরই-বা আর
একই ভূমির দুই মোহনা বই তো নয়
পিতৃভূমি থেকে মধুমতির রঙ্গীয় স্নিগ্ধতা আর
প্রমত্তা স্বভাব বুকে থেকে বুড়িগঙ্গা নগরে
অধিবাস নিয়েছিলেন আগত দিনের স্বপ্ন নিয়ে
পিতার উত্থিত অঙ্গুলি উত্তোলনে ঐক্যবদ্ধ ক্ষুদে জনতার
একটি স্বাধীন দেশের মানচিত্র গড়ার ইতিহাস
আত্মস্থ করলেন তিনি কাল পরম্পরায়
কুশলী নেতৃত্বের ক্যারিশমা কৌতূহলী নয়নে
প্রত্যক্ষ করলেন তিনি সুগভীর মনোযোগে
আর এর মাঝেই বেড়ে ওঠার বটবৃক্ষ হবার
প্রস্তুতি চলতে থাকে তাঁর সুপরিসর মনোজগতে
অকস্মাৎ হিমালয়ের ক্রুর ছন্দপতনের বেদনা
বুকে চেপে দীপ্ত চেতনায় নিজেকে উদ্ভাসন করে
পিতার অসমাপ্ত কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত করলেন
অতঃপর মধুমতি বা বুড়িগঙ্গার সীমিত সীমানা
ছাড়িয়ে এই ভূখণ্ডের জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে
অবলীলায় ছড়িয়ে গেলেন তিনি
পোড়ো জমিনে ত্রাতারূপে প্রবল পরাক্রমে
অসামান্য অতুলনীয় করে তুললেন তিনি
আটষট্টিতে আটষট্টি হাজার গ্রাম এবং
সত্তরে বিশ্বময় তাঁর সদম্ভ পদচারণায় আমরা নিজেদের
স্পর্ধিত জাতির অঙ্গ হিসেবে প্রত্যক্ষ করলাম নিজেদের।

অণিমা মুক্তি গমেজ

মাতৃরূপে হাসিনা

বাংলা মায়ের গৌরব তুমি, সদানির্ভীক নারী
জাতির পিতার উত্তরসূরি, যোগ্য কন্যা তারই।
শত সহস্র বন্ধুর পথ পেরিয়ে এসেছো আজ
বাংলার হাল ধরেছ দুহাতে পরেছ জয়ের তাজ
তোমাকে কেবল নেত্রীরূপেই এতখানি ভালোবাসি না–
মাতৃরূপেণ মমতাময়ী হে, তুমি প্রিয় শেখ হাসিনা।

এক চোখে দেখি ভর করে আছে সাহসের গাঢ় ছায়া
আর চোখে দেখি খেলা করে যায় মাটির সুরের মায়া
যখন গেয়েছি এক সুরে 'ধন-ধান্য-পুষ্প ভরা'
ছলছল চোখ দেখেই বুঝেছি কতটা দরদ ভরা।
নারীকে করেছ সাহসী এবং সেজেছ 'জননী',-'মাসি' না।
শক্তিরূপেণ কল্যাণময়ী তুমি প্রিয় শেখ হাসিনা।

অনাদিরঞ্জন বিশ্বাস

অগ্নিকন্যা শেখ হাসিনা

টুকটুকে লাল সূর্যটি এলো যখন পূর্বাচলে
আমরা প্রথম স্বাগত জানাই সে সূর্যকে।
চোখের সামনে আমরা দেখেছি, একটি
এনেছে বাঙালি জাতির মুক্তি-মাধুর্যকে।

তবু 'বাংলার জয়' শুনেই কিছু হায়েনার দল
হানা দিয়েছিল গভীর রাতে, অতর্কিতে,
'জাতির পিতা'র প্রাণ কেড়েছিল কিছু কাপুরুষ
হিংস্র শ্বাপদ-ভীরুতা মাখানো ধাতব গলিতে।

'বঙ্গ-শাখা'র যোগ্য তনয়া দেশ-নৌকার হাল
ধরণের সেই, আমরা শুনেছি– বাঙালি মাভৈঃ,
শেখ হাসিনা-ই বাংলাদেশের স্বপ্ন সফল
করবেন; সেই খবর শুনতে কান পেতে রই।

মুজিব-তনয়া! অগ্নিকন্যা!! রাষ্ট্র-দিশারী !!!
বাংলাদেশকে নিয়ে যাবে তুমি বাইশ শতাব্দীর
ঊষার আলোকে, সুনিপুণহাতে। এ কবির দোয়া-
শেখ হাসিনা, বেঁচে থাকো তুমি 'চির-উন্নত-শির'!

অসীম সাহা

শেখ হাসিনার জবানবন্দী

তোমরা অবরুদ্ধ কৃত্রিম কারাগারের ভেতর আমাকে বন্দী করে রেখেছো।
আমি জানি না, আমার কী অপরাধ।
অথচ আমাকে এই নিঃসঙ্গ, একাকী প্রহরে নিজের ছায়ার ভেতরে
নিজেকেই প্রতিবিম্বিত দেখে মনে হচ্ছে, এই কি আমি?

কই, এই মুখে তো কোনো অপরাধের চিহ্ন নেই, এই বুক তো একবারের জন্যে
ভয়ের কাঁপুনিতে শির শির করে উঠছে না! তা হলে তোমরা আমাকে
এই অপাংক্তেয় কারাগারের বন্দী করে রেখেছো কেন?

আসলে তোমরা ইতিহাসের পাতায় চোখ উল্টে দেখোনি
তোমরা ঝাঁসির রানী লক্ষ্মী বাঈয়ের কথা শোনোনি
ঘোড়ার পিঠে তলোয়ার হাতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত
সুলতানা রাজিয়াকে তোমরা চেনো না;
অসুরবিনাশিনী দশভুজধারিণী শ্রীদুর্গার শক্তিকে
তোমরা নির্বোধ অজ্ঞতায় উপেক্ষা করেছো।

আমি এদের উত্তরাধিকার নিয়ে এই বাংলায় জন্মেছি
আমার রক্তে এক দুঃসাহসী রাজকুমারের রক্ত প্রবাহিত
আমার রক্তে দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় ও কৌম রক্তের ধারা;
তোমরা আমাকে বধ করবে,
তোমরা আমাকে এই বাংলার শেকড় থেকে উৎপটিত করবে
তোমরা আমাকে বৃন্তচ্যুত করে দিয়ে ফেলে দেবে অচেনা মাটিতে?

এতোটাই শক্তি ধরো তোমাদের কাপুরুষ বুকের পাঁজরে?
এতোটাই রক্তলোভী, ক্ষমতার লোভে মত্ত হিংস্র মীরজাফর!

আমাকে তোমার ভয় দেখিও না
আমি এই মৃত্তিকার ভেতরে প্রবিষ্ট হয়ে আছি মৃত্তিকার প্রথম সন্তান

এদেশের তৃণমূল মানুষের গর্ভে আমি জন্ম নিই নিরবধিকাল
আমাকে ধ্বংস করে, এরকম কৌরবের জন্ম হয়নি বাংলার মাটিতে।

আমি সেই সাহসের সন্তান, নক্ষত্রের বুক থেকে অগ্নি সঞ্চয় করে
জন্ম নেয়া পিতার সাহস নিয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে শুধু মহাশূন্য উথাল-পাথাল করে
বিদ্ধ করি অসুরের উদ্ধত বুকে পাঁজর।
আমাকে ধ্বংস করে এরকম দুর্বৃত্তের জন্ম হয়নি পৃথিবীতে আজো।

আকবর আহমেদ

জন্মদিনে আপনাকে সালাম

বাংলাদেশ আপনার চোখের তারায়,
আপনার উপস্থিতিতে বাংলার মাথার ওপর প্রবাহিত সময়
হাল্কা হয়ে যায়।
বাংলার নিজস্ব জীবন ও ভাষার শোণিতে বাজে কালজয়ী গান,
প্রতিটি ধূলিকণা ও ভাতের ভেতর প্রবাহিত রক্তধারা...
মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার অহর্নিশ সংগ্রাম
নতুন ভাষা পায়।
পাল্টায় মানুষের মুখ ও দৃষ্টি...,
জন্মদিনে আপনাকে সালাম।
শষ্যদানার মতো ফুটতে থাকা বর্ণমালা ও কম্পমান সময়ে
শেখ মুজিবের বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠস্বর, স্পষ্ট ফুটে উঠে মানুষের ঠোঁটে।
স্বাধীন সবুজ কথা বলে মানুষের সঙ্গে...,
এক প্রসারিত দৃষ্টির সামনে হেঁটে যায়, এগিয়ে যায় বাংলাদেশ।
শোষণ ও উদ্ধৃত মূল্যের হাত থেকে বাঁচতে চাওয়া-
অগণিত মানুষের সাথে আমরাও সালাম জানাই আপনাকে।
যে জাতীয় সংগীতের হাত বাঙালিকে করেছে অভিন্ন হৃদয়,
মধ্যদুপুরে উত্তপ্ত সময়ের আর্তনাদ ও সফল কিংবদন্তী সমেত-
যে জাতীয় সংগীতের জন্য কাঠুরিয়া খুঁজে পায় হারানো কুঠার,
ঘাতক দালালরা পাল্টায় পোশাক...
সেই ভালোবাসারও মুগ্ধতায় প্রার্থনার প্রতিটি কণ্ঠস্বর
আপনাকে পাহারা দেয়।
পৃথিবী গুটিয়ে আসছে আসাদের চারপাশে,
ঠেলে দিচ্ছে শেষ গলিতে...
এই অবরুদ্ধ বাতাসে মানুষের স্বপ্নকে মানুষের কাছে
ফিরিয়ে দেওয়ার শেষ প্রতীক্ষায়
আপনাকে সালাম।

আখতার হুসেন

তুমি ছাড়া কেউ শোনে না

তোমার একটা পরম প্রিয়তম
ভায়োলিন ছিল
গভীর মমতায় সেটা তুলে নিতে ব্যাকুল বাহুতে
কোনোদিন নিঃসঙ্গ একলা দুপুরে
কোনো কোনোদিন মধ্যরাতে
ছড়ের স্পর্শে যে স্বরের মায়াজাল
তুমি বুনতে
চকিতে জেগে উঠত তোমাদের বাড়ির
বাগানের বেগানা পাখিরা
পোষা পায়রাগুলো
আর রাসেল ছটফটিয়ে উঠতো
কোথা থেকে দৌড়ে এসে বলতো,
"আপুমণি, তুমি বেহালা বাজালেই
আমি কোন সুদূরে চলে যাই।"

আর তোমার সিংহ-পুরুষ বাবা বলতেন,
"হাসু, তুই এমন করে বেহালা বাজাস মা,
আমার কেবলি ইহুদি মেনুহিন হতে ইচ্ছে করে
হতে ইচ্ছে করে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনার গান।"

আর তোমার মা বলতেন, তোমার সেই সর্বংসতা মা,
"স্বামীর ঘরে গিয়েও বেহালা বাজাতে পারবি তো মা!"

আর কামাল, কামাল এসে বলতো, "হাসু আপা,
তোমার সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা, দেখবো
আমার সেতারের করুণ সুরের সঙ্গে
তোমার বেহালার বেহাগ পারে কি না!"

আর জামাল এসে বলতো, "আপা, তুমি পড়াশোনা
ছেড়ে দাও, শুধুই বেহালা বাজাও।"
রেহানা তোমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কোনো কোনোদিন
বলতো, "আমাকেও তুমি বেহালা বাজানো
শিখিয়ে দাও না, আপা।"

তোমাদের বাড়ির পুরোনো কাজের মেয়েটি
মায়ের প্রতিমূর্তি, সজল চোখে বলতো,
"আপা, আপনে যহন বেহালা বাজান,
মনে হয়, এ্যাহনি আকাশ ভাইঙ্গা ঝমঝমাইয়া বৃষ্টি পড়ব।"

সেই তুমি পৃথিবীর নৃশংসতম কালরাত্রির পর
অনড়, স্তব্ধবাক। একবারও হাত দাওনি
তোমার প্রিয়তম সেই বেহালায়, তার ছড়ে।
ধুলোমলিন পড়ে আছে কোথায় এক কোণে!

তবে এখনো তুমি বেহালা বাজাও
তোমার পুরোনো সেই বেহালা আর ছড়ের সংযোগে নয়
মনের প্রতিটি গভীর তন্ত্রী, অনুতন্ত্রী দিয়ে।
সারা পৃথিবী যখন গভীর নিদ্রায় আমগ্ন
তখন তুমি একলা জেগে–
তুমি ছাড়া আর কেউ শোনে না
তোমার সেই বেহালা বাদন।

আজিজুর রহমান আজিজ

একজন বিশ্বশান্তি অন্বেষকের জন্মদিনে

ইতিহাস সাক্ষী:
কে কাঁদে এত বেশি তোমার মতো:
তবু, মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে
তোমার দু'চোখ জুড়ে কেবলই স্বদেশের ছবি।

প্রকৃতির মতো উদার তোমার হৃদয়;
মানবপ্রেমে উদ্ভাসিত তোমার কর্মের উপাখ্যান;
তুমি যেখানেই যাও, সেখানেই শান্তির গান;
তুমি যেখানেই যাও, তা হয়ে ওঠে বাংলাদেশ;
জনতা জেগেছে আবার তোমার অথৈ ভালোবাসায়।

শেখ হাসিনা, তুমি অনন্যা;
তুমি মানেই প্রগতি ও উন্নয়নের উৎসব;
তোমার জন্মদিন মানে স্বপ্নের নতুন বাংলাদেশ।

শেখ হাসিনা, তোমাকে অভিবাদন,
শেখ হাসিনা, তুমি দীর্ঘজীবী হও,
চিরস্থায়ী হোক জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

আনজীর লিটন

১৯৮১ সাল ১৭ মে

বৃষ্টি এলো বাংলাদেশে
আকাশ ভাঙা বৃষ্টি
বৃষ্টিজলে মাটির কোলে
ইতিহাসের সৃষ্টি।

ফিরে এলেন শেখ হাসিনা এলেন বঙ্গকন্যা
পিতা যে তাঁর বঙ্গবন্ধু ঝরলো আলোর বন্যা।
দৃপ্ত তিনি, প্রত্যয়ী তিনি, সাহসী নির্ভীক
বাংলা এবং বাঙালিদের নতুন দার্শনিক।

তাঁকে দেখে বলল আকাশ, এই তো দুয়ার খোলা
বলল বাতাস, নৌকার পাল নদীর বুকে তোলা।
বলল দোয়েল শিস বাজিয়ে, আমি তোমার ছন্দ
সুখের দোলায় নাচলো যে প্রাণ কত যে আনন্দ।

এই আনন্দে গান করি আজ বাংলাদেশের গান
শেখ হাসিনা জাগিয়ে দিলেন বাংলাদেশের প্রাণ।
আঁধার কেটে মুক্ত আলোয় স্বাধীন স্বদেশ হাসে
বঙ্গবন্ধুর বাঙালিরা তাঁকে ভালোবাসে।

আনিস আহামেদ

শারদ কন্যা

শরৎবেলা নীলিমায় ভেসে যায় সাদা মেঘের ভেলা
কাশবন ভরে যায় সাদা কাশফুলে।
সাদা শাপলা, সাদা পদ্ম, সাদা বক, সাদা সারস।
সকাল-সাঁঝে সাদা পায়রারা আকাশ আচ্ছাদিত করে,
ঘোষণা করে শান্তির বারতা।
ঢাক-ঢোল কাঁসর বাজে,
শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে ঘোষিত হয় শারদীয় দেবীর আগমনী।
পলিমাটির বৃষ্টির ঘ্রাণে গৃহস্থের ঘরে ঘরে জন্ম নেয় শারদ কন্যা।
এই তো আমার বাংলাদেশ শাশ্বত ব-দ্বীপ।

ঘর থেকে এক পা দু'পা করে বাইরে এসে কন্যা বসুধা দেখে
এরপর ক্ষেতের আইল ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেখে গাঁও-গঞ্জ-শহর।
দেখে দেশ, দেখে মানচিত্র, দেখে মহাবিশ্ব
দেখে হাসি, দেখে কান্না, দেখে রক্ত, দেখে শোকের কালো চাদর।
একদিন কন্যা দশভুজা হয়,
অকালবোধনে হয়ে ওঠেন আলোর দিশারী
মহামায়ার আশীর্বাদে ভরে যায় শরতের হৃদয়।

আনিস মুহম্মদ

শেখ হাসিনা : বিশ্বমানবতার প্রতীক

ধরিত্রীকন্যা জননেত্রী তুমি
জনতার হৃদয়োৎসারিত শুভেচ্ছা তোমাকে
জননীর অপার মমতায়
নিরন্তর আগলে রেখেছ আমাদের
সমগ্র জাতির অকুণ্ঠ ভালোবাসা তোমার জন্য।

স্বজনহারানো শোকের হিমালয় বুকে
সমুদ্র জয় করে নীলিমা ছোঁয়ার স্বপ্ন মেখেছ
আমাদের চোখে মুখে
রক্তাক্ত পাহাড়ে এনেছ শান্তি
ছিটমহলে খুশির প্লাবন।

জনতার নিরঙ্কুশ ভালোবাসায়
বিশ্বরাজনীতির সমকালীন কূটচাল তুড়িতে উড়িয়ে
বিশ্বসভায় স্বগর্বে সমাসীন
পাহাড়কন্যা সাগরকন্যা ভূমিকন্যা তুমি
বীর বাঙালির মুক্তিপ্রেরণা তোমাকে রেখেছে চুমি।

কলম্বাসের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিজ্ঞা
সিন্দাবাদের সুদৃঢ় প্রত্যয়ে
রূপকল্প একুশ একচল্লিশ অভিমুখে
বাংলার আমূল উন্নয়নের ডিজিটাল রূপকার
আশাকন্যা ভাষাকন্যা অগ্নিকন্যা তুমি।

কী এক আশ্চর্য ছোঁয়ায়
দেশপ্রেমে উজ্জীবিত আজ জনপ্রশাসন
রাষ্ট্র পেয়েছে সুপারসনিক গতি

তথ্যপ্রযুক্তির আলোর ঘোড়ার সহিস
বঙ্গমাতার গর্বের ধন দেশরত্ন তুমি।

গ্রামের মেঠোপথে বিদ্যুৎ বাতি জ্বলে
চলে বিরতিহীন কলের চাকা
আর্তমানবতার দুঃখমোচনে
তোমার হৃদয় এক অনিঃশেষ পাওয়ার প্ল্যান্ট
কাব্যকন্যা পদ্মাকন্যা ঋদ্ধকন্যা তুমি।

যুদ্ধাপরাধের বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলে জঙ্গি করেছ নির্মূল
মানবিক চেতনার অবাক উদ্ভাসে
কী নিবিড় মমতায় বুকে জড়িয়েছ
রোহিঙ্গা শরণার্থী শিশু;
বিশ্বমানবতার মূর্ত প্রতীক শান্তিকন্যা তুমি।

অটিস্টিক শিশুদের নিষ্পাপ হৃদয় হতে
'জয় বাংলা' মন্ত্রধ্বনিতে অভিবাদন তোমাকে
পশ্চিমাঝড়ের ঘূর্ণিপাক হতে
ফিনিক্স পাখির মতো পুনঃপুন জেগে উঠা
বঙ্গকন্যা বিশ্বনেত্রী তুমি।

বঙ্গপিতার স্বপ্ন-সাহসে লালিত
বাঙালি জাতির ভাগ্যের বাতিঘর
কালের প্রচ্ছদে মহিয়সী নারী হয়ে ফুটে থাকা
রত্নগর্ভা মা তুমি;
তোমার জন্মে গর্বিত আজ প্রিয় পিতৃভূমি।

আনোয়ারা সৈয়দ হক

আশাহত হবার তো কথা নেই

আশাহত হবার তো কথা নেই
মশালের লাল ঐ জ্বলছে
পথ পাড়ি দিতে হবে তোমাকেই
এ কথাই সকলে বলছে।

প্রজাপতি ওড়ে আজ শূন্যে
ডানা তার ঝলসানো রিক্ত
তুমি আছো আমাদের পুণ্যে
জলে ভরা চোখে সব সিক্ত।

জনকের দুর্দম সাহসে
জেগে ওঠো তুমি বীর দর্পে
তুমি আছো তাঁহারি মানসে
জ্বলে ওঠো আজ তার গর্বে।

ভয় নেই, ভয় নেই জননী গো
সংগ্রাম চলছে চলবে
সন্তান আজ তোর অগণিত
দ্বিধা নেই কারা কী বলবে।

শকুন তো ডানা ঝপটাবে
মানুষ কি পাবে তাতে ভয়
রাত যত অন্ধকার হবে
আশারাও তত দুর্জয়।

শৃংখল ভাঙতেই হবে মা
সম্মুখে চলতে হবে রে
কেউ তো কাউকে ফেলে যাবে না
প্রাপ্য যা হয় তা তো পাবে রে।

আবুল আজাদ

এলিফ্যান্ট রোডে কালো গাড়িগুলো

সকালের স্নিগ্ধ সোনারোদে ওম নিতে
নগরবাসীর ঘুম ভাঙার আগেই
জাহান্নামের অন্ধকারে ছেয়ে যায় গোটা দেশ
এলিফ্যান্ট রোডের কালো গাড়িগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে
সাইরেন বাজিয়ে ছুটতে থাকে বন্দিশালার দিকে
আদালতের বিবেকও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ধাবমান কালো
গাড়িগুলো একটিতে বন্দি বাংলার জননেত্রী শেখ হাসিনা
কোথাও ট্রাফিক জ্যাম নেই...

আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে শুনি। আদালত কেবল
বিচারই করে না, বন্দিশালাও বানাতে জানে
বাংলার নেত্রীকে ওরা নাজিমউদ্দীন রোডের কারাগারে না
পাঠিয়ে শেরেবাংলা নগর লুই ক্যানের বন্দিশালায় পাঠিয়ে দেয়
জাতির সঙ্গে এটা এক ধরণের সস্তা তামাশা। কালো গাড়িওয়ালা
গোটা দেশটাকেই কালো চাদরে ঢেকে দেয়
বন্দুকের কাছে সব শক্তি বধির হয়ে যায়।

আমিনুল ইসলাম

থার্ড আম্পায়ারের চোখে

তোমাকে দেখছে বিপক্ষ দলের ঘর্মাক্ত খেলোয়ারগণ
তোমাকে দেখছে নিজ দলের সহাস্য সহকর্মীর দল
ক্লান্তচোখে দেখছে যারা ঠাঁই পায়নি এখনও দলে,
কিংবা যারা দল থেকে ছিটকে পড়েছে কোনো কারণে;
তোমাকে দেখছে মাঠে উপস্থিত সহস্র প্রত্যক্ষ চোখ
তোমাকে দেখছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অজস্র নয়ন;
রোদে পোড়া বৃষ্টিতে ভেজা তোমার মুখে-কখনো
উপভোগের চিত্রকল্প, কখনো-বা বিরক্তির ব্যঞ্জনা।

যতবার রিপ্লে, ততবারই দেখি, প্রতিপক্ষ প্লেয়ারদের
চিনতে ভুল হয় না তোমার, এখানে তুমি অর্জুন-দৃষ্টি;
আর সেকারণেই তোমার সাফল্যের হারও ঊর্ধ্বমুখী:
তবে অভ্যন্তরীণ সাবধানতা বাড়াও; কারণ, গাঙেয়
বাংলার বাতাস শুধু সিরাজের সৌরভই বহন করে না
মীরজাফর-জগৎশেঠদের প্ররোচনাও ব্রিফকেসে তার।

হ্যাঁ, এটা খুবই স্বস্তির বিষয় যে, কিভাবে খেলবে নিজে, কাকে
খেলাবে কোন পজিশন, সে-প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা দুই-ই
অর্জনে তোমার। আহা কাজ আর কাজ! পুরাতন ঘাম
না শুকোতেই নতুন ঘাম; তবু বোশেখের বৃষ্টির মতো বিরল
অবসরের ফাঁকে ফাঁকে গত চল্লিশ বছরের ম্যাচগুলোর
ভিডিও দেখে নিও আর ড্রেসিং রুমে বসে মাঝে মাঝে
পড়ে নিও আলোর অক্ষরে লেখা শেখ মুজিবের
'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'; অমনি নবায়িত হয়ে যাবে সেই সুচেতনা,

কে তুমি, কাদের আনন্দ-বেদনার ভার তোমার কাঁধে
এবং নতুন পিচে কী তোমার উজ্জ্বল টার্গেট। হে ক্যাপ্টেন,
দেশি কিংবা বিদেশি কোনো কোচের দরকার নেই তোমার।

আমিনুর রহমান সুলতান

জনক, শেখ হাসিনা ও উত্তরাধিকার

চৈতন্যে দীপ্ত স্মৃতি
একাত্তরের
চৈতন্যে দীপ্ত স্মৃতি
জাতির জনকের
নিত্য তাই বয়ে বেড়াই
জনকের উত্তরাধিকার
রত্নগর্ভা নেত্রী শেখ হাসিনার
পথ-নির্দেশের ভার।
সত্তার গভীরে জেগে থাকে তাই
প্রজন্মান্তরে উত্তরাধিকার।

আমীরুল ইসলাম

বঙ্গবন্ধু কন্যা

শেখ হাসিনা মানে
শাপলা দোয়েল জানে।
শেখ হাসিনা মানে
উদার আকাশ জানে।

শেখ হাসিনা মানে
বীর বাঙালি জানে।
শেখ হাসিনা মানে
শীত বসন্ত জানে।

শেখ হাসিনা মানে
মুক্তিযোদ্ধা জানে।
শেখ হাসিনা মানে
শহিদ মিনার জানে।

শেখ হাসিনা মানে
চন্দ্র-সূর্য জানে।
শেখ হাসিনা মানে
বাউল কবি জানে।

শেখ হাসিনা মানে
সন্ধ্যা তারা জানে।
শেখ হাসিনা মানে
ঘাটের মাঝি জানে।

শেখ হাসিনা মানে
মাঠের ঘাস জানে।

শেখ হাসিনা মানে
শিল্পী লেখক জানে।

শেখ হাসিনা মানে
মাঝি মাল্লা জানে।
শেখ হাসিনা মানে
বঙ্গোপসাগর জানে।

শেখ হাসিনা মানে
রাঙ্গামাটি জানে
শেখ হাসিনা মানে
ফরিদপুর জানে।

শেখ হাসিনা মানে
মিছিলের মুখ জানে।
শেখ হাসিনা মানে
গণতন্ত্র জানে।

শেখ হাসিনা মানে
নেতা-কর্মী জানে।
শেখ হাসিনা মানে
বাংলাদেশ জানে।

শেখ হাসিনা মানে
বিশ্ববাসী জানে।

আলম তালুকদার

আমাদের শুভদিন

একটি দেশ একটি আশ্রয়
একটি দেশ একটি আদর্শ
একটি মানুষ একটি মতবাদ
কোটি জনতা স্বতঃস্ফূর্ত অভিসারী
একটি একাত্তর একটি জীবন যুদ্ধ
একটি বিজয় রক্তস্নাত সাফল্য
একটি কথা অমৃত সমান
একটি বাণী আমুল বদলে যাওয়া
একটি সাফল্য চেতনার মশাল
একটি বিচার সাহসী অঙ্গিকার।

একজন মানুষ অগ্নিস্ফূলিঙ্গ
একজন আপা প্রগতির সোপান
একজন জননী অপার সাহস
একজন নেতা জনতার হিরন্ময় বিশ্বাস
একজন হাসিনা জনতার স্বপ্নময় আশা
তাঁহার জন্মদিন আমাদের শুভদিন ॥

আলমগীর রেজা চৌধুরী

স্বপ্ন হন্তারকের গল্প

স্বপ্ন জাগরণের মধ্যখানে যেটুকু পৃথিবী, তার
বর্ণিল বিভায় শুয়ে থাকো;
অলীক ভেনাস প্রতিমার মুখ, তোমাকে মেলে দিতে চাই সবুজে
বাতাসের নাগরদোলায় দুলতে দুলতে অপসৃয়মান তোমাকে হারাতে থাকি
চক্ষুষ্মান মানুষ তোমাকে দেখেনি, সহস্রকালেও তোমাকে দেখেনি–
অনন্ত তৃষ্ণায় কৃষক বধূ জলকেলি করে তোমাকে হারায়
তরুণ যোদ্ধা ক্রাচে ভর দিয়ে জনপদে হেঁটে যায়, তোমাকে দেখেনি
ককপিটে ক্লান্ত বিমানবালার চোখে নীলাভ আকাশ নেই
কেবল শূন্যতা,
কোথাও কোনো স্বপ্ন নেই–
একজন মানুষ সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে রক্তস্রোতে ভেসে যায়
দূর পরবাসে ইলেক্ট্রার গভীর ক্রন্দনে জেগে ওঠে
স্বপ্নবিদ্ধ মানুষের দল।

কোথাও কোনো স্বপ্ন নেই
দূর বনভূমি জুড়ে চলে শেয়ালের অশ্লীল নৃত্য
স্বপ্ন জাগরণের মধ্যে একটি কার্যকর শব্দ, 'হল্ট'।

আশরাফ সিদ্দিকী বিটু

অনিঃশেষ ভালোবাসা

আচমকা নেমেছিল ঘোর অন্ধকার;
গভীরতম বেদনার...

অতঃপর দীর্ঘ সংগ্রাম...
স্বজন হারানোর শোক বুকে চেপে
নিবিড় মমতায় তবু, এঁকে চলা
বাংলার মানুষের আকাঙ্ক্ষার নদী!

তুমি অকুতোভয়, পিতার মতোই এক যোদ্ধা
তাড়া করা বুলেট ভুলে
কী অবলীলায় মিশে যাও জনারণ্যে!

তুমি বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার কন্যারূপে
মমতাময়ী ভগিনীরূপে
রত্নগর্ভা মারূপে
আমাদের অতি প্রিয়জন।

তোমার হৃদয়জুড়ে অনিঃশেষ ভালোবাসা;
তুমি মানেই শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পদযাত্রা,
তাইতো সবুজ সুনীল আজ এ দেশ
হাস্যোজ্জ্বল এক নতুন বাংলাদেশ।

আসলাম সানী

শেখ হাসিনা এগোল...

শেখ হাসিনা এগোলে
এগিয়ে যায় বাংলাদেশ
নদীরা সমুদ্রে মেশে
পাহাড় চুড়োয় মেঘেরা এসে
মাটি-মানুষ ভালোবেসে
ঝর্ণার নিক্কণ ওঠে হেসে

বাঙালি ধন্য ধন্য বেশ
শেখ হাসিনা এগোলে
এগিয়ে যায় বাংলাদেশ

শেখ হাসিনা এগোলে
এগিয়ে যায় বাংলাদেশ

মাঠে ফসলেরা ওঠে হেসে
জলে ঢেউয়েরা ছোটে ভেসে
খরা-ভাটায় জোয়ার এসে
বাঙালির গর্বিত ইতিহাসে মেশে

বাহান্ন আর একাত্তরের আবেশ
শেখ হাসিনা এগোলেই
এগিয়ে যায় বাংলাদেশ।

আসাদ মান্নান

চাই তাঁর দীর্ঘ আয়ু

আলোর নদীর স্রোতে, অই দ্যাখো, ভেসে যাচ্ছে সেই
আততায়ী অমাবস্যা; একদিন যে নগর পিতাকে বাঁচাতে
ব্যর্থ হয়, সে-নগর দ্যাখো আজ কলঙ্কের দাগ বুকে নিয়ে
নতুন দিনের স্বপ্নে আগুনের জামা গায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে;
বেঁচেও মৃতের মতো ভয়ে ভয়ে যারা তেত্রিশ বছর ধরে
'স্বাধীনতা' এই প্রিয় শব্দটিকে লুকিয়ে রেখেছে, অই দ্যাখো
দ্বিধা জয় জয় করে তারা আজ দাঁড়িয়েছে মুক্তিমোহনায়;
সূর্যকে আঁচলে নিয়ে কুয়াশার জাল ছিঁড়ে পিতার মতন
এ মাটিকে ভালোবেসে যিনি তাঁর দ্বিতীয় জন্মে ঐ
অনিবার্য মৃত্যুর দুয়ার থেকে বার বার ফিরে এসে
পিতার কবর ছুঁয়ে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথের গানে,
দরিদ্রজনের ঘরে-ঘরে, জরাজীর্ণ অভাবী অঙ্গনে,
শোকগ্রস্ত কঙ্কাল জীবনে অবিরাম যোগান দিচ্ছেন
প্রেম শক্তি মেদ মাংস রক্ত আর সাহসের মাটি
অন্ধকারে তাঁর প্রাণে যে জ্বালায় অফুরন্ত আলো?

... হে উড়ন্ত স্বপ্নপাখি!
তুমি আজ নিচে নেমে অই মৃত নদীকে জাগাও;
অভিশপ্ত নগরীর কলঙ্কের দাগ মুছতে
শিশুপার্ক ছেড়ে শিশুরা এসেছে আজ বহুদিন পরে
ইট-পাথরের নিচে চাপা আমাদের গৌরবের মাঠে:
নতুন শপথে তারা উজ্জীবিত হয়– পতাকার রঙে রঙে
পিতাকে উদ্ধার করে তুলে রাখে হৃদয়ের শহিদ মিনারে।

মৃত্যুকে উপেক্ষা করে মহান পিতার স্বপ্নবুকে
নিরন্তর যিনি আজ এ জাতির মুক্তির দিশারী

ঘূর্ণিঝড়ে হালভাঙা নৌকাখানি শক্ত হাতে বৈঠা ধরে টেনে
অসীম মমতা দিয়ে পৌঁছুচ্ছেন আমাদের স্বপ্নের মঞ্জিলে,
হে রাব্বুল আলামিন! আমি এক সামান্য নফর
তোমার নাদান কবিতার একান্ত খাদেম–
আমার আয়ুর কিছু তাঁকে দিয়ে চাই তাঁর দীর্ঘ আয়ু।

আহমেদ কায়সার

নন্দিত নেত্রী

নন্দিত নেত্রী শেখ হাসিনা
বুকে অংকিত স্বদেশ
তোমায় পেয়ে গর্বিত জাতি
গর্বিত বাংলাদেশ।

পিতা তোমার ক্ষণজন্ম পুরুষ
মাও রত্নগর্ভা
তুমি এখন মাটি ও মানুষের
মুক্তি-সর্বেসর্বা।

মানুষের মুখে জয়গান শুধু
শংকাহীন কাটে রাত
গণতন্ত্রের নীল আকাশজুড়ে
জ্বলে রূপালী চাঁদ।

উচু নীচু পথ দিচ্ছো পাড়ি
সাহসও আছে বুকে
ভয় নেই কোন ভয় নেই
সব বাধা দেবে রুখে।

যেখানেই তুমি দু'হাত বাড়াও
সেখানেই ফলে সোনা
তোমাকে নিয়ে বাংলা বাঙালির
হাজারো স্বপ্ন বোনা।

দীর্ঘ হোক জীবন তোমার
বাংলাদেশ হোক ধন্য
স্রষ্টার কাছে এই প্রার্থনা
নেত্রী তোমার জন্য।

ইয়াফেস ওসমান

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন : ১৭ মে ১৯৮১

মনে কি পড়ে মনে কি পড়ে
বেদনার তরী বেয়ে একদিন
ছুঁয়েছিলে স্বদেশের মাটি।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে পিতার ভালোবাসা
মানুষেরে কাছে নিলে টানি।

মনে কি পড়ে মনে কি পড়ে
বেদনার তরী বেয়ে একদিন
ছুঁয়েছিলে স্বদেশের মাটি।

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ কেটে গেছে বহুকাল,
তারপর, তারপর স্নেহময়ী নদী হয়ে
নির্ভীক দাঁড়িয়েছ মানুষের পাশে।

মনে কি পড়ে মনে কি পড়ে
বেদনার তরী বেয়ে একদিন
ছুঁয়েছিলে স্বদেশের মাটি।

চারিদিকে নাগিনীর বিষাক্ত নিশ্বাস
পিতার পতাকা হাতে তবু অবিচল,
খরস্রোতা নদী হয়ে অবিরাম বয়ে চলা
মানুষের মুক্তিটা গড়ে দেবে বলে।

মনে কি পড়ে মনে কি পড়ে
বেদনার তরী বেয়ে একদিন
ছুঁয়েছিলে স্বদেশের মাটি।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে পিতার ভালোবাসা
মানুষের কাছে নিলে টানি।

মনে কি পড়ে মনে কি পড়ে
বেদনার তরী বেয়ে একদিন
ছুঁয়েছিলে স্বদেশের মাটি।

কাজী রোজী

একক প্রতিবিম্ব তোমার

তোমার সাথে সখ্য আমার বছর বছর ধরে। কত কত
বসন্ত বৈশাখ চলে গেছে... ছুঁয়ে গেছে রাজনীতি
ঢেউ... বদলেছে দেশ কাল সময়ের প্রেক্ষাপট
প্রায় প্রায়ই আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। হয়েছে কুশল
বিনিময়। এখন আর হয় না। কেননা এখন তুমি 'ওই'
ঘরটাতে একাকী একক থাক দিনরাত। চাপ চাপ
যাতনা, নীল নীল কষ্ট, জমাট অস্থির মেঘেদের ওড়াউড়ি
সারাক্ষণ তোমাকেই ছুঁয়ে যায়... নির্ঝর নিরুত্তাপে
একক প্রতিম্বিত তোমার।

একা একা বসে থাকা, একা একা কথা বলা, তোমার
স্বভাবে সেটা ছিল না আমি জানি। কলেজ পড়ুয়া
মেয়ে তীর্যক তন্বী তুমি অসম্ভব শাণিত ছিলে
বাক্যালাপে-সংগঠনের সভা সমিতিতে।–তুমি
ছিলে বাঙ্ময়, তোমার স্বকীয় নান্দনিকতায় ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল।

সূর্যটা ডুবে গেলে দিন শেষ হতো– কথা শেষ হতো না
তোমার। রাতভর গল্পের হাট ভেঙে যেতো–
কথা শেষ হতো না তোমার।
প্রজ্বলিত মশালের শিখা নিভে যেতো-
কথা শেষ হতো না তোমার।
পথের আন্দোলনে, এগিয়ে যাওয়া, তাও শেষ হতো–
কথা শেষ হতো না তোমার।
কাজ আর কাজ ভরা সারাটা দিনের কাজ ফুরায়ে যেতো–
কথা শেষ হতো না তোমার।
ডেকে ডেকে মা-বাবাও ক্লান্ত হতেন– কথা শেষ হতো না তোমার।

ক্যান্টিন ধুয়ে-মুছে মোহাম্মদ আলী যেতো বাড়ির পথে –
কথা শেষ হতো না তোমার।
দারোয়ান ঘন্টায় ঢং ঢং বাজালেও–
কথা শেষ হতো না তোমার।

সে সকল নান্দনিক শব্দগুলো কলেজের সীমানার
কৃষ্ণচূড়ার ডালে আজো আছে অম্লান স্মৃতিময় বিশ্বাস ছুঁয়ে
বেশিতো দিনের কথা নয়-এই তো সেদিন।

দারুণ ষাটের দশকে... পঁয়ষট্টি, ছেষট্টি, সাতষট্টি, আটষট্টি, ঊনসত্তরের
আন্দোলনের দিন–
কলেজ ভার্সিটির উত্তাল জ্বলজ্বলে সোনালি সে দিন।

আজকের কথাগুলো নিঃশব্দ কারাগারের হুমড়ি খেয়ে
পড়ে আছে তাও আমি জানি বন্ধু।
ঘাট বছর বয়সের দোরগোড়া পেরিয়ে এসে বিশ্বায়নের বদৌলতে
বোমা বিস্ফোরণের শব্দদূষণ তোমার কর্ণকুহরের
শ্রবণশক্তি কেড়ে নিয়েছে, দৃষ্টিতে প্রখরতা, নেই,
হৃদয়ের ধুকপুক অস্বাভাবিক-বলেছেন ডাক্তারেরা।

আসলে এ এক অন্য কষ্ট, ঝড়ের আলামত আছে–
ঝড় দেখো যায়, না, ভিন্ন ভিন্ন রূপে তোলপাড় করে
কুঠুরির হৃদয়। কি জানি তোমার অনুভব জুড়ে কত নম্বর
সংকেত এখন! তবে আমি জানি, নিযাতনের বেহালা
বাদকও থমকে গেছে-তুমি উত্তপ্ত তাই–থার্মোমিটার
গেছে ভেঙে ভয়াবহ পারদের উচ্চাচাপের ওঠা-নামায়।

পৃথিবীতে কিন্তু এতটা এরকম কষ্ট সবার নেই
বন্ধু-নেই তত অস্থিরতা। যাপিত জীবনের

চলমান কাঠামো যতই সে ঢিলে-ঢালা হোক
কিংবা কঠিন কিংবা অন্যবিধ–
এদেশের কোটি কোটি বাঙালির বুক,
প্রার্থনায় হাত তোমার সুস্থতা ও মুক্তি কামনায়
সে পর্যন্ত যাবেই, শেষ পর্যন্ত
যেখানে আছে সেই সে নাগাল।

কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা

অপেক্ষায় আছি

সেদিনও অঝোর ধারায় কেঁদেছে আকাশ
রাত পোহাতে না পোহাতে
অক্ষৌহিনী বিশাল বাহিনী
তোমাকে করলো বন্দি সাবজেলে।
অন্ধ বিচারক চোখ খুলতে না খুলতে
তোমাকে দাঁড় করালো এজলাসে
'বিচারের বাণী তখন নিভৃতে কাঁদে'।

তুমি স্পর্ধিত জাতির নন্দিনী
বাংলাদেশ বুঝে নিল
গণতন্ত্র হলো বন্দিনী।

মানুষ পেলো না তোমাকে
অকুণ্ঠ ভালোবাসা নিয়ে
বিচ্ছিন্ন উদাস হয়ে থাকলো পৃথিবী।

আমরা এখন অগণিত মানুষ
আছি অপেক্ষায়
শিরোন্নত তোমার প্রতীক্ষায়।
শঙ্কাহীন স্পন্দিত বুকে
নিপীড়িত মানুষের জয়গান মুখে
আবার পাবো বলে তোমারে
আমাদের আলোর দুয়ারে।

কাজী মোহিনী ইসলাম

বন্দিশালার দেয়ালে

মাটির মায়াবী টানে যে রোদের উষ্ণতা নেমে আসে রোজ
পাখিদের মনোগত প্রার্থনায় শুদ্ধতার সোনালি সকাল
আজ সেই সকাল নয়, এসেছে পাথর রঙের মুমূর্ষ দিন
বৃক্ষরা লজ্জায় নতমুখ গোপন আপসে নগরী নিরব
তোমার বিরহে বিরান বোধহীন আজ ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল
ইস্রাফিলের ধ্বংস বাঁশি বেজে ওঠার অপেক্ষায়
শ্রাবণ প্রস্রবন বুকে স্থির ভাস্কর্যের মত চেয়ে আছি...

পাঠ প্রস্তুতিহীন মুখ আর মুখোশের সব রঙ এক হয়ে গেলে
থমকে যায় যখন শব্দশ্রমিকের নির্মাণ; পতাকার ঝিরি ঝিরি গান
প্রাচীন মাটির বুকে কালজয়ী কালের প্রচ্ছদ হয়ে ফুটতে থাকো তুমি।

তবু, তুমি কান পেতে শোনো ওই বন্দিশালার দেয়ালে দেয়ালে
আস্তর খসে যাওয়া ইট বালি সুরকির সত্তায়
তুমুল শব্দ করে বাজে সেই কালজয়ী কবিতার অমর পঙ্‌ক্তি, প্রেরণার গান
চেয়ে দেখ নিঃসঙ্গ তোমার বিষণ্ন ধূসর ক্যানভাসে
জেগে আছে অমোঘ তর্জনী-ভাষার বিরল বিভাস।

সাদা-কালো অগণিত বিস্ময়ের মিশ্রণে যতই দৃশ্যমান হয়ে উঠুক
অচলায়তনের এই মুণ্ডুহীন দিন,
তুমিতো জানো, কষ্টের নীলাকাশ পাড়ি দিয়ে
দুচোখ কচলে কী করে মুছে দিতে হয় দুঃস্বপ্নের ঘোর
রক্তের নির্মম ইতিহাস–দূষণের বিষাদ মুছে ফেলে
তাৎপর্যময় স্বপ্ন সঞ্চয়ে অনন্তকাল ছুটে যেতে হয় স্থির গন্তব্যের দিকে....

কবীর চৌধুরী

শেখ হাসিনা

শেষ নেই তার সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখার
খনি খুঁজে ফেরে সদাই সুখের সবার
হারিয়ে যেতে দেবে না কভু স্বপ্নটি তাঁর
সিনথেটিক তো নয়, বাংলার মাটি জলে অতি মজবুত
নাই তার ক্ষয় বা বিনাশ, সে যে অনিন্দ্য নিখুঁত।

কামাল চৌধুরী

বাঙালির সম্মান

তোমার স্বপ্নে দূর বিস্তারিত আলো
দিগন্তে দেখি অপরূপ উদ্ভাস
প্রিয় স্বদেশের আলোকিত বাতায়নে
আমরা লিখছি আগামীর নীলাকাশ।

কোটি জনতার মিছিলে তোমার মুখ
তুমি দূরগামী প্রত্যয়ী পদাতিক
তোমার শোকের অশ্রু ও অগ্নিতে
শত্রুরা আজ পরাজিত চারিদিক।

বাংলার মাটি কাদাজলে লেখা নাম
পিতার মতোই তুমি আছ পতাকায়
তোমার নৌকা পাল উড়িয়েছে স্রোতে
জনগণ আজ শেখ হাসিনার নায়।

কাণ্ডারি তুমি সাহস এবং শক্তি
সারা পৃথিবীতে বাঙলার জয়গান
মুজিব কন্যা তুমি আজ বাতিঘর
তুমি বাঙালির অনিঃশেষ সম্মান।

কামরুল ইসলাম

বাঙালির জয়গানে

কোনো বার্তা দেবার সময় হয়নি এখনো
তবুও কৌমুদী, ঘাটতলায় বসে দেখবে সমুদ্র-ঢেউ
দেখে নিও জগৎ সংসার, পোড়ামাটি, প্রত্নতত্ত্ব
হাজার বছরের স্বপ্নগাথার বাংলাদেশ।

তোমার কাছে একটিই ডাক পৌঁছে যাবে মৈথিলী
শিশির সিক্ত হয়ে, আমার ভেতরেও অন্তর্জ্বালা দাহ করে
তবুও কালের শতযাত্রায়, দৃপ্তভরে জেগে ওঠে
সংগ্রামের মন্ত্রজপ।

মাহজ্যোতির কথা শুনবে...
কী উদার মানবভূমির ওপর শোকে বিহ্বল মানুষ
মৃত্তিকার সব দুঃখ জলাঞ্জলি দিয়ে দাঁড়ালে
দেখলে, জন্মভূমির সর্বত্র রক্তাক্ত ইতিহাস।

ঘাসের আস্তরে মিশে আছে শতকাল
আকাশের নীল রঙ এখন মৃত ধ্বংসস্তূপ
লাল টকটকে ফুটে থাকা পুষ্পপল্লব
বেদনার বিমর্ষে তোমার আগমন বার্তা শোনায়।

তুমি এলে মহাস্রোতের কাণ্ডারি হয়ে...
নতুন প্রভাতের সূর্য আলোর পথ দেখালে
তাইতো এ বঙ্গদেশ আবার জেগে ওঠে সাহসে
চারদিকে নতুন বার্তায় বাঙালির জয়গানে।

খালেক বিন জয়েনউদদীন

তুমিই বিজয়িনী বাংলাদেশের বাংলার ভাগ্যাকাশে অক্ষয় নাম কন্যে মধুমতির

আমি কেন যাব না
ঘাগোর নদীর ধার ঘেঁষে মধুমতির জল ছলছল সবুজ পাড়ে
ঘরিয়াল, পাখি ডাকে, ডাকুকু। কলাপাতা দোলাক পাখা-চামর
স্নানজলে মিশে যাক স্বর্ণালি স্বপ্ন এবং মোমবাতির পিদিম
আমার হাতে কৃষ্ণাচূড়ার রঙিন ডাল আর আজল ভরা মাটি।
আমি কেন যাব না
বউটুবানির ঝাড়ে। যেখানে দাঁড়িয়ে শোকাহত কন্যে মধুমতি
ভূ-মণ্ডলে কাঁপিয়ে তাকায়। চন্দ্র খসে পড়ে তাঁর কোমল পায়ের কাছে
শরতের শুভ্র ঘন মেঘের ছায়া দেয় বটবৃক্ষের মতো
তাঁর দীঘল আঁচলের মমতায় ঢাকা সমগ্র দেশের মানচিত্র।

আমি কেন যাব না
ঘাগোর নদীর কূল ঘেঁষে। পাটগাতির বন্দর ছেড়ে একটু দূরে
শোকের পদাবলি পকেটে পুরে, মায়ের চালভাজা আর পাটালিগুড় নিয়ে
আমি দাঁড়াবো কন্যে মধুমতির মুক্ত জানালার শিক ধরে একাকী
যেখানে শুধু আলোকদ্যুতি, ডোরাকাটা হরিণের কর্পূর ঘ্রাণ।
শুধু একদিনের জন্য হলেও যাবো, আটাশে সেপ্টেম্বরের ঘাসফুল নিয়ে।

খালেদ হোসাইন

তুমিই আমার পরম, তুমিই আমার নিয়তি

তুমিই আমার বাংলাদেশ।
তুমিই আমার আকাশ বাতাস।
তোমার মুখ মলিন হলেই আমি চোখের জলে ভাসি
তুমি আমার আশা, তুমিই আমার স্বপ্ন–
তুমি আমার ভালোবাসা, তুমিই আমার স্বাধীনতা।
জানি, অজস্র বিষমাখা তীর তোমাকে বিদ্ধ করে ক্রমাগত।

অসংখ্য আগুনের গোলা নিক্ষিপ্ত হয় তোমারই দিকে
ওরা ভাবে, তোমাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলেই বিদীর্ণ হবে এ দেশের
পতাকা।

তোমার কোনো বর্ম নেই মানুষের ভালোবাসা ছাড়া আর
মানুষকে ভালোবাসা ছাড়া।
তুমি আমাদের সমুদয় মর্মের নিরাময়
তুমিই আমাদের নির্বিকল্প গন্তব্য
নিশ্চিত ভবিষ্যৎ।
সুখে-দুঃখে তুমি তুমিই।
তুমিই আমার পিতৃভূমি-মাতৃভূমি।
তুমিই আমার পরম। তুমিই আমার নিয়তি।

জাহিদুল হক

শেখ হাসিনা স্মরণীয়াসু

[তুমি আল্লাহ্‌র মাটি সমূহের মধ্যে উত্তম, আর আমার কাছে]
সবচেয়ে প্রিয় তুমি.. মোহাম্মদ (স.)]

হাসিনা, তোমাকে ভাবি। জাতির পিতার কন্যা তুমি।
মুক্ত থাকো। মুক্ত থাক বাংলাদেশ–
আমাদের রক্তাপ্লুত চির পিতৃভূমি !

জাহানারা জনি

বঙ্গকন্যা

দেশদরদী বঙ্গকন্যা
ধন্য তুমি ধন্য
পনেরো কোটি ফুলের মালা
শুধুই তোমার জন্য।

বঙ্গবন্ধু যোগ্য কন্যা
বঙ্গ প্রাণে মিশে
স্বাধীন পথে এগিয়ে চলো
বীরকন্যার বেশে।

এ বাংলার আকাশ বাতাস
চন্দ্র সূর্য তারা
অভিবাদন জানায় তোমায়
ঝর্ণা নদী ধারা।

ভালোবাসার রাখি বাঁধা
তোমার দুটি হাত
আনবে এবার সোনার সকাল
ঘুচিয়ে কালো রাত।

তপন বাগচী

জাতির পিতার কন্যা তুমি

জাতির পিতার কন্যা গো তুমি, নেত্রী হে শেখ হাসিনা!
তুমিই শেখালে, বাঙালি মানুষ, কভু কারো দাস-দাসী না।

তুমিই দেখালে যুদ্ধাপরাধী কেউ তো পাবে না পার
তুমিই ঘোচাবে বাঙলার বুকে জমাট অন্ধকার
তুমিই বোঝাবে আমরা কখনো অশুভরে ভালোবাসি না।
জাতির পিতার কন্যা গো তুমি, নেত্রী হে শেখ হাসিনা!

তুমিই পেরেছ ফসল ফলাতে নিষ্ফলা মাঠ চষে
তোমার ডাকেই জেগেছে বাঙালি-কেহ নাই ঘরে বসে।

তোমার হাতেই দুখি বাংলার শান্তির বীজ বোনা
উন্নয়নের জোয়ারের কালে, এই হোক প্রার্থনা–
বাঙালি ফোটাবে শান্তির ফুল-মোটেও সে সন্ত্রাসী না।
জাতির পিতার কন্যা গো তুমি, নেত্রী হে শেখ হাসিনা!

তারিক সুজাত

১৭ মে ১৯৮১

অঝোর বৃষ্টিতে
খুলে গিয়েছিলো এই পথ-
সেই পথে পথে কাঁকর বিছানো ফাঁদ;
পথহারা ইতিহাসে
রক্ত নদীর স্রোতে পলিতে পলিতে
জেগে উঠেছিলো চর
ভাঙনপ্রবণ গাঙে
আশার আলোর রেখা—
গণতন্ত্রের বহ্নিশিখা...

সহসা সেদিন
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে
ভিজে ভিজে হেঁটেছিলো সারাদেশ
অজস্র চোখে মিশে গিয়েছিলো এই চোখ
অশ্রু ফোঁটারা লুকিয়ে ঝরেছে মনে
বৃষ্টি ও অশ্রুতে একাকার চারিদিক
হৃদয়ে কান্না
মুখে-মর্মর বেদনার মহাদেশ
প্রতিরোধে ক্রোধে ঘৃণার বারুদে
অতীত ফিরেছে আগামীতে মিশে যেতে
রক্ত নদীর স্রোতে জেগে উঠেছিলো বাতিঘর
আশার আলোয় রেখা–
গণতন্ত্রের বহ্নিশিখা...

তাহমিনা কোরাইশী

জীবন সমুদ্র

দীক্ষার সম্পদে বেড়ে ওঠা
যা প্রাপ্তি তোমার জন্মসূত্রে
তোমাকে স্পর্শ করতে পারেনি মলিনতা
আশার বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ তোমার অবয়বে
নিষ্ঠার দণ্ডহাতে
আলোর পিদিম জ্বেলেছো প্রজ্ঞায়
ঘরে ঘরে।

পূর্বসূরীর বিছানো মাটির চাদরের ভাঁজে ভাঁজে
বীজ প্রত্যয়ের প্রগাঢ় প্রত্যাশায়
আঁখিতে আগুন তোমার বাষ্পীয় বাতাসে
উঠে আসা মেঘ জলে পাড়ি দিয়েছ দুঃখসমুদ্র
পিতার বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বর উত্তাল সমুদ্র গর্জন
চিরধরা দেহে আনে প্রাণের সঞ্চার
ভালোবাসার সাতই মার্চ সেইদিন
উদ্দীপ্ত অঝর কবিতা তাঁর মন্ত্রমুগ্ধ চৈতন্য আমার...
পিতার শ্লোকগুলো আদেশ পথ নির্দেশিকা...।
ছিল সে এক বৈষম্যের কালাকাল।
কেউ কি ভুলে গেছে একুশে আগস্টের সেই বিভৎসতা
তোমাকে হারাতে হারাতে ফিরে পাওয়া!
বহুমাত্রিক প্রতারণার জাল বিছানো
পা ফেলছো জানি পিচ্ছিল পথে অতি সন্তর্পণে
বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা
আমাদের আশার মুকুট তুমি
তুমি হবে অগ্রগামী বার্তাবাহক
দীপ্ত পায়ে তোমার জ্যোতি

মিশে যাবে হৃদয়ের দ্যুতিতে
এই মাটি কাঁদা জলে
আবার ভরবে গোলা ফসলে
দিশারী পথের দেশ গড়ার প্রত্যাশায়
আমরা পেয়েছি তোমাকেই।

তোফাজ্জল হোসেন

শেখ হাসিনা শোক করো না

শেখ হাসিনা শোক করো না আমরা তোমার ভাই
এই বাংলার মাঠে ঘাটে যাদের কমতি নাই,
ও হাসিনা এই বাংলার মাঠে ঘাটে যাদের কমতি নাই।

পঁচাত্তরে তিন ভাই সে গেছে
তারা দেশের দিশা হয়ে দেশেই মিশে আছে
এক পরিবার গেছে তাতে কি
সব পরিবার তোমার হয়ে আছে বাংলাদেশে
বারো কোটি ভাইবোন ও দেশ
তোমার হৃদয় মাঝে আছে, আছে
আর কী তোমার চাই ভাইরা আছে সারা দেশজোড়াই
ও হাসিনা এই বাংলার মাঠে ঘাটে যাদের কমতি নাই।

শেখ হাসিনা শোক করো না সোনার বাংলাদেশ
তোমার পিতার তোমার মাতার রক্তে অনিঃশেষ
ও গো রক্তে অনিঃশেষ
শহীদ স্মৃতির সেই সারিতে তারা সবাই আছে
সবার হৃদয় মাঝে আছে, আছে
দেশের ইতিহাসে তাদের চিরস্থায়ী ঠাঁই কোনো দ্বিধা নাই
আর কী তোমার চাই তোমার পাওয়ার কুল কিনারা নাই
ও হাসিনা এই বাংলার মাঠে ঘাটে যাদের কমতি নাই।

শেখ হাসিনা শোক করো না আমরা তোমার ভাই
এই বাংলার মাঠে ঘাটে যাদের কমতি নাই,
ও হাসিনা এই বাংলার মাঠে ঘাটে যাদের কমতি নাই।

দিলারা হাফিজ

দেশরত্ন মহিয়সী নারী

তুমি তো জানো
তোমার চেয়ে আর কেই-বা ভালো জানে?
আমাদের পরিচয়ের চেয়ে
প্রবণতা কতো বেশি,
প্রথমত : আমি নারী
দ্বিতীয় : আমি জায়া
তৃতীয়ত : আমি জননী;
সর্বংসহাত ধরিত্রীর মতো
সোনালি রৌদ্রের উষ্ণতা মেখে
পরম যত্নে পেলেছি সন্তান,
দুইশত আশি দিন পরে
প্রসব বেদনার সমুদ্র মন্থন শেষে
ত্রিকালদর্শী আমি মা,
অমৃতের করেছি ধ্যান
সংসার সাগরে তবু অপাংক্তেয় প্রধান
বিশেষ সনদ-পত্র ছাড়া এতোদিন
লিপিবদ্ধ হয়নি কোথাও মায়ের নাম
এই দুঃখময় বঞ্চনার
দিনান্ত ইতিহাস
পীড়িত করেছে আমাকে সর্বক্ষণ;
দৃশ্য থেকে দৃশ্যলোকে অগ্নি-প্রতিরোধ
কখনো-বা শব্দে সমর্পিত হয়েছে মাত্র
শিশিরের দুঃখ তো ঘোচেনি মোটে–
শুধু কথা নয় কথার মতো
পিতার পাশাপাশি আমাকে তুমি দিয়েছো

প্রথম মায়ের যোগ্য সম্মান
তোমাকে জানাই অভিবাদন
অভিবাদন
অভিবাদন!!

দীলতাজ রহমান

মুক্তাটি বুকে গেঁথে

বেদনার বালিতেই যদি মুক্তা হয়
এই বাংলাদেশের বুকে তিনি মুস্তাসার।

যে মুখচ্ছবি জুড়ে ভাসে বঙ্গবন্ধুর ছবি,
বাংলাদেশের সবুজ, সোনালি আভা,
দৃষ্টিতে হীরকের দ্যুতি;
সে মুখের উপমায় হারিয়ে সব ভাষা
কলমে জেগে ওঠে এক অন্যরকম মহিমা-
ভাবের গভীর সে লাবণ্যে শব্দের সব অস্ফুট কলি;
এ অপ্রকাশ্য ভাব শুধু কারো অনুভবেই থাকে!

তোলপাড় জলে যেমন বিচূর্ণ হয়ে যায় ছায়া ও কিরণ
তবু কিছু সৃষ্টির দৃঢ় আনন্দে, আবেগ-অনুভূতি, মন-মস্তিষ্ক
বুঝিব তেমনি ঘটাচ্ছে মিশ্রধারার ভিন্নতর দুরূহ প্রপাত–
জানি এ আমার আঞ্চলিকতার অতি ব্যক্তিগত,
একেবারেই নিজস্ব তীব্র এক টান,
কারণ বঙ্গবন্ধু তো শুধু গোপালগঞ্জের নন!
তিনি জুড়ে আছেন সমস্ত বাংলাদেশের হৃদয়।

সেই দেশ ও জনকের আত্মা ফুঁড়ে যার আবির্ভাব,
মহাকালের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা ধরিত্রী'র মতো তিনি,
এই বাংলাদেশ তারও অখণ্ড হৃদয়!
আমরা এ দেশের যতো কোটি জনতাই হই
মুটে মজুর কৃষক শ্রমিক কামার কুমোর, আছেন যতো সুশীল,
তুলিও কলমবাজ, সবাই তাঁর!
তিনি আমাদের কাণ্ডারি পরম মমতা ও ভালোবাসার।
তবু তার নামটি এবেলা অপ্রকাশিতই থাকুক
মুক্তোটি বুকে গেঁথে যেভাবে গৌরবিত থাকে ঝিনুক!

দুলাল সরকার

বাংলার ভাগ্যকাশে অক্ষয় নাম

শেখ হাসিনা, আমি তোমার নাম রেখেছি নক্ষত্র
সমস্ত আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন, ভেজা অন্ধকার
আর মেঘকালো রাত্রির ডানায় যখন ডুবে যাচ্ছিলো
বঙ্গবন্ধু অর্জিত স্বপ্ন, লুণ্ঠিত জয়বাংলা
মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্গত চেতনা ধীরে ধীরে
নির্বাপিত আলো, শুকিয়ে যাচ্ছিলো ভোরের শিশির
বেদনাবিদ্ধ ফুলেরা, পাখিরা নীরব,

ঘাসে ঘাসে উড়ছে না ফড়িং, হতবিহ্বল হয়ে পড়ছে
রঙিন প্রজাপতি, থেমে যাচ্ছিলো নদী ও মৌমাছির গান
ভয়ে দ্বিধায় সঙ্কুচিত প্রত্যুষের অমল অরুণিমা
লাল সবুজে বিমর্ষ পতাকা পতপত করে উড়ছে
যুদ্ধাপরাধীর হাসিমুখো গাড়ির জানালায়
চারিদিকে প্রেতাত্মাদের অশ্লীল নৃত্য রাস্তায় রাস্তায়
যত্রতত্র শকুনের রক্তচক্ষু ছেঁড়া গণতন্ত্র
লুণ্ঠিত মানবতা, ভুল ব্যাখা আর মধ্যযুগীয়
ধর্মান্ধতায় ক্লিষ্ট বাঙালির চর্যাপদ
আউল বাউল আর বিশুদ্ধ জাগরণ,

বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশ, বেয়োনেটের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত যখন
স্বপ্নের সংবিধান আর তখনি তোমার আলোকিত
বিদ্রোহী আবির্ভাবে বাঙালির খুঁজে পেলো তাঁর পায়ের ঠিকানা
হৃতগৌরব একহাতে জ্বলন্ত মশাল
আর এক হাতে জননীর সুগন্ধি আঁচল উড়িয়ে
বন্ধুর পথ পেরিয়ে হয়ে উঠলে জীবনের ধ্রুবতারা
যুদ্ধাপরাধীর বিচারে হলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ,

আজ তাই আলোর বন্যায় এগিয়ে চলছে স্বদেশ
পাখিরা গাইছে গান, বাকরুদ্ধ মধুমতি তার
শতধারায় জেগে উঠে বাংলাদেশ
তোমার নাক্ষত্রিক উপস্থিতিতে আজ বাঙালির উন্নতশির
তোমার উজ্জ্বল স্পর্শে দূরে হাতছানি দিয়ে ডাকছে
মেধাবী সৌরালোকিত উদার উদাত্ত দিন

নাছিমা বেগম

শেখ হাসিনা : চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
দারিদ্র বিমোচনে তুমি অনন্যা
বঙ্গবন্ধু-বঙ্গমাতার সুযোগ্য সন্তান
সোনার বাংলা গড়তে তোমার নতুন আহ্বান
জয় বাংলা শ্লোগানে বাড়াও উদ্দীপনা
ঘুমিয়ে থাকা যুবাদের জাগাও চেতনা।
'চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ' তুমি ধরিত্রী কন্যা
সারা বাংলায় বইছে আজ আনন্দ বন্যা।

নারী-শিশু সুরক্ষায় সফল রূপকার
ডিজিটাল বাংলাদেশে তুমি অহংকার
প্রতিবন্ধী, অনগ্রসর, গরিব-দুঃখী যত
সবার মুখে ফোটাও হাসি, এটাই তোমার ব্রত
আর্তজনের পাশে দাঁড়াও, ঘোচাও বেদনা
মানব সেবায় তৃপ্তি তোমার, নেই যে তুলনা।
'চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ' তুমি ধরিত্রী কন্যা
সারা বাংলায় বইছে আজ আনন্দ বন্যা।

'শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ' বাংলাদেশে আজ
উদ্ভাবনের নতুন ধারায় নতুন নতুন কাজ
বাংলাদেশের দিন বদলে তোমার অবদান
বিশ্বব্যাপী বেড়েছে আজ বাংলাদেশের মান।
পরিবেশ উন্নয়নে তোমার ভাবনা
স্থান পেয়েছে বিশ্বসভায়, দিয়েছে সম্মাননা
'চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ' তুমি ধরিত্রী কন্যা
সারা বাংলায় বইছে আজ আনন্দ বন্যা।

নাসির আহমেদ

পিতার সুযোগ্য কন্যা

আমাদের সোনালি ফসলফলা শস্যের জমিতে পঙ্গপাল
ঢুকেছিল একদিন, জাতির পিতাকে হত্যা পঁচাত্তর সাল;
বঙ্গবন্ধু প্রিয় সোনার বাংলায় এলো মহাদুর্যোগের কালরাত
মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল অকস্মাৎ!

মুক্তির সোনালি সূর্য যেন ডুবে গেল প্রত্যুষেই
সব আছে, শুধু সেই মুক্তিযুদ্ধের দেশ নেই!
পরাজিত শকুনেরা ফিরে এলো পুনরায় সদর্প পাখসাটে
মুক্তিযুদ্ধ পরাজিত লাখো শহিদের রক্তস্নাত এ তল্লাটে!

অনেক বছর পর সেই দুঃসময় হলো
আপনার নেতৃত্বেই দূর
যেন হ্যামিলন শহরের বংশীবাদক হয়ে বাজালেন
পিতার মতই দীপ্র সাহসে মুক্তির সুর
সেই সুরে বাংলাদেশ প্রগতির চেতনায় ফের জেগে ওঠে
জয়বাংলার জয়ধ্বনি আবার এসেছে ফিরে বাঙালির ঠোঁটে।

আবার অনন্য ঐক্যে জেগে ওঠে বাংলাদেশ বিজয়যাত্রায়
আবার শত্রুরা জাগে একাত্তরের সেই তীব্র হিংস্রতায়!
আবার সৃষ্টির পথে ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে আসে আগুন-সন্ত্রাস
আবার প্রেতাত্মা আসে পাকিস্তানের, পথে পথে পড়ে শুধু লাশ।

আপনি সেই সর্বনাশা দুঃসময়ে এনেছেন নব্য জাগরণ
জাতির পিতার মতো একমাত্র আপনিইতো বাঙালির মন
আর মননের ভাষা বুঝে নিয়ে শোনালেন নতুন দিনের গান
সেই ডাকে ফিরে এলো উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা বাঙালির হারানো সম্মান।

পরাজিত নয় এই বাংলার মানুষ আর মানুষের মৌল অধিকার
বাংলাদেশ বিশ্বজুড়ে সম্মানের আসনে বসে নেতা আপনি বিশ্বসভার।
সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে স্বনির্ভর বাংলাদেশ অনন্য গৌরব বিশ্বময়
এ সাফল্য দেশরত্ন আপনার সাহস আর সোনার বাংলার গর্বিত সঞ্চয়।
এখনতো বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশ আর আপনি গৌরবের নাম
জাতির পিতার যোগ্য পতাকাবাহক, আপনাকে সালাম।

নির্মলেন্দু গুণ

পথে পথে পাথর

মানুষ যখন ইতিহাসের পাতা উল্টায়
সময় ডোরাকাটা রয়েল বেঙ্গলের
তাড়া খাওয়া চিত্রল হরিণের মতো
দল বেঁধে লাফিয়ে লাফিয়ে ছোটে...
কী সাংঘাতিক সুন্দর, কী চমৎকার,
কী অনতিক্রম্য সংঘাতময় সে দৃশ্য!

আমি ধাবমান ব্যাঘ্র ও হরিণের
প্রাণপণ সংগ্রাম ও সংঘর্ষের
দুর্বিনীত দ্যুতির ভিতরে
প্রত্যক্ষ করি কালের যাত্রাকে।

প্রকৃতির অনতিক্রম্য এই নিষ্ঠুরতাকে
আমি পাশ কাটিয়ে চলতে চেয়েছিলাম।
কিন্তু পারিনি। বাঘ আর হরিণের মধ্যে
ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আমার সময়।

কখনও সে বাঘের ছাল পরেছে গায়ে
কখনওবা সে সেজেছে চিত্রল হরিণ।
আমার বুকের ভিতরে তারই রক্তঝর্ণা...
মাধবকুণ্ডের ক্ষীণ ঝর্ণাধারার মতোই
মাথা কুটেছে বাংলাদেশের মাটিতে
আমি প্রার্থনা করেছি বৌদ্ধমন্ত্র,
জগতের সকল প্রাণীর মঙ্গল হোক।
সর্বে সত্তা সুখিনা ভবন্তু।

জানি শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যই।
মুজিবের স্বপ্নধারায় সৃষ্ট এই বাংলাদেশ
তাঁরই রক্তধারায় প্রবাহিত হবে নিরন্তর,
কৃতজ্ঞ বাঙালি চিত্তে চিরদিন, চিরকাল।
শেখ হাসিনা, আপনার বেদনা আমি জানি,
জানি, দুঃখরজনী ফুরাতে চায় না সহজে।

শেখ হাসিনা, আপনার বেদনা আমি জানি,
জানি, দুঃখরজনী ফুরাতে চায় না সহজে।

নীহার মোশারফ

মায়াজালে

ফ্লেমিংয়ের কাকতালীয় প্রতিষেধক আবিস্কারে
রোগী যেমন মহামুক্তি পেয়েছে
আমরাও পেয়েছি আমোঘ শক্তি-শান্তির দূত পেয়ে।
সময়ের গল্পে আজ আর দূর থেকে দেখা নয়;
অগণিত বাঙালির স্বপ্নপূরণে তিনি
যক্ষের ধন এনেছেন দিগন্ত প্রসারিত জগত থেকে।
পিতার পথ ধরে তিনি কোন মায়াজালে জড়ালেন বাঙালিদের?
যতই সময় যায় রাতের কালো মগ্নতা মুখে
আলো ছড়াচ্ছেন দিকে দিকে।
তাঁর কাছে গণতন্ত্রের সৈনিকেরা চোখের জলদানার
মতোই খুব কাছের। ওরা নিরন্তর বুকে বাসা বাঁধে।
অথচ লজ্জায়, ঘৃণায় তিমির পান করে করে শত্রুরা
নির্বাসিত হয়েছে অভিশাপের অতলে।
ওরা হন্তারক! ওরা বিষধর সরীসৃপ!
দুঃসময়ে পথে। ওরা বারবার আঘাত হানে। উর্বর সংক্রান্তির
চাঁদদেখলে ভয় পায়। কাঁদে।
ওরা মুঠি মুঠি দিতে চায় অতীত দিনের সেই ভুলের মাসুল।

নুরুন্নাহার শিরীন

জন্মদিনের গান

আজ স্বপ্নশিকড় মন্থনে–
অন্তহীন আনন্দনের বন্ধনে–
রক্তজাগা গানগুলি ভাসাবো মহাগুঞ্জনে।
আজ অমঙ্গলের পদচিহ্ন ওড়াবো সু-গুঞ্জনে।

মহাকালের ঝঙ্কারে অশনিদিন–
যাক ভেসে যাক অন্ধকারে বন্ধুহীন।
আজ শুদ্ধ সুরের সন্ধানে চোখ খোলা রাখ...
মন খোলা রাখ...রক্তে বাজা সঞ্জীবনী ঢাক।
আজ স্বপ্ন শিকড় চন্দনে থাক।
জন্মদিনে–জাতির পিতার কন্যা সুখে থাক।

নূহ-উল-আলম লেনিন

অনেক দূর যেতে হবে...

তোমাকে অনেক দূর যেতে হবে...
একা একা নিশিখে-নিদাঘে একষট্টি পেরিয়ে, দূরে, বহুদূরে
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে ইতঃস্তত প্রতি ঘরে ঘরে।
তোমার জন্য প্রতীক্ষা, মানুষ কেবল নয়, বাংলার ধূলিমাটি
সাগরের জল ঘাস-ফুল-নদী বিচিত্র পাখালি, সন্ধ্যের অবকাশে
বিষণ্ন আকাশ আর নিশির শিশির। এইমাত্র ভূমিষ্ঠ যে শিশু
তোমার জন্য অপেক্ষা করবে সে যুগ-নিরবধি...।

তোমাকে তাদের কাছে যেতে হবে মধ্যাহ্ন পেরিয়ে,
একা একা মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
কারাগার জতুগৃহ বটে, অপাপবিদ্ধ দেশকর্মীর অমরাবতী
দুর্যোধন পারে না পোড়াতে তার প্রাণের বিভূতি। তুমিও অজেয় রবে
জনকের মতো। সাহসিকা জেনো, আচম্বিতে বাংলাদেশ বিস্ফোরিত হবে।
সাক্ষী ইতিহাস-'জয়স্তম্ভ ভেঙে পড়ে, ভেঙে পড়ে রাজচ্ছত্র, রাজদণ্ড পড়ে 'খসে'
করজোড় ভিক্ষা মাগে, যতসব খল অবিরল ঢাকে মুখ অচেনা মুখোশে।
তোমাকে আরেকবার যেতে হবে জনস্রোতে এই ঋদ্ধ একষট্টি পেরিয়ে
একা একা শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
বেদখল বাংলাদেশ, শৃঙ্খলিত গণতন্ত্র মেঘে ঢাকা মুক্তির আকাশ
ব্যর্থ রাষ্ট্রের অভিধা, কী অসীম লজ্জা হায়! দুঃখ অনিঃশেষ।
রাজনীতি পরমার্থ বাণিজ্যিকায়ণে, নির্বাসিত দেশপ্রেম, সততা লাঞ্ছিত
লক্ষ কোটি মানুষ ক্ষুব্ধ-নিত্য হাহাকার, নিরন্ন-বঞ্চিত
নির্বোধ শাসক তবু ভুল লক্ষ্যে হানে বাণ, নিজেরে ভুলায়
সোনার হরিণ ছুটে বাণপ্রস্থে অনস্তিত্বে, ব্যাধের বিস্ময়
তোমাকে তাই বার বার যুদ্ধে যেতে হয়, জীবনের সায়াহ্ন বেলায়
আরেকবার, একা একা শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
বাংলাদেশ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমি আসবে বলে

ধানকুনিয়ার রাহেলা বিবি ফুলপুরের ফজর আলী আর পোড়শার গিরিবালা
আশ্রায়ণের নিকানো উঠোনে নবান্নের স্বপ্ন এঁকেছে।
সামান্য ছিল বটে বয়স্ক বা বিধবা ভাতা, কিন্তু সেই তো প্রথম ইতিহাসে
'আমরাও মানুষ বাহে, তোমাদের মতো, নাগরিক বটে'।
ভূমিপুত্র-ভূমিদাস সনাতন চাষী বরেন্দ্রর ঊষর মাটিতে সেঁচে
গঙ্গার পানি, শ্যামল শস্যে ভরে ওঠে মাঠ শ্রমের বৈভবে
ভিক্ষাপাত্র ছুড়ে ফেলে স্বয়ম্ভরা বঙ্গলক্ষ্মী দাঁড়ায় সম্ভ্রমে।
শান্তি নামে যুদ্ধক্লান্ত রক্তাক্ত পাহাড়ে
অমিত সম্ভাবনার দেশ ক্লিষ্ট আজ পুনর্বার দুঃখের বিবরে।
তোমাকে অনেক দূর যেতে হবে...
যেতে যেতে ক্লিবত্বের দাসত্ব ঘোচাতে, সমতট বরেন্দ্রর ঊষর মাটিতে,
ফলাতে নতুন বীজ, তপস্যার নতুন গৌরবে সবারে মিলাতে।
সব ক্লেদ মুছে ফেলে, তপস্যার নতুন গৌরবে সবারে মিলাতে।
সব ক্লেদ মুছে ফেলে, দুঃখ করে জয়, গণতন্ত্র মুক্তি পাবে, তুমি নির্ভয়
রৌদ্রজ্বলা এই দেশে, প্রসন্ন পৃথিবীতে ব্রতের কল্যাণে, বাংলার দুহিতা
মুক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
আমাদের অনেকদূরে যেতে হবে...
সান্ত্রীহীন অস্ত্রহীন যুদ্ধহীন শাস্ত্রহীন রাষ্ট্রহীন শ্রেণীহীন পৃথিবীর পথে
যেতে যেতে তোমাতে আমাতে লক্ষ কোটিতে মানুষে মানুষে
সখ্য ও ভালোবাসা, ভালোবাসা সর্বজনে সর্বমতে মৈত্রীয় সংহিতা
তুমি নও একা, বিশ্বরূপেণ সংস্থিতা।

প্রত্যয় জসীম

মুক্তিমানবী

জীবনজয়ী সর্বমঙ্গলা প্রিয় বোন আমার
তোমার মুখ দেখলেই দেখি মুখ বাংলার
তুমিতো গ্রিক পুরাণের ইলেক্ট্রা...
শিখা চিরন্তনের অনির্বাণ আলো... ।

মৃত্যুকূপ ও ছাই থেকে জন্ম নেয়া
বেহুলার বাংলার ফিনিক্স মানবী....
নূহের নৌকা নিয়ে নেমে আসো
আইলা সিডরের বিপন্ন বাংলায়
মুক্তিমানবী হয়ে... ।

ফরিদ আহমদ দুলাল

বঙ্গবন্ধুকন্যার জন্মদিনে

বাংলার দিগন্ত-মাঠ নদী-পাখি-ফুল গুণমুগ্ধ জনপদ
আকাশের মেঘ আজ নীল সরোবরে বর্ণাঢ্য শরৎ;
পদ্মাসেতু সাক্ষী, সাক্ষী নগরের উড়াল সেতুর ভিড়
মহাসড়কের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ সন্নিকট করেছে সবার শান্তিনীড়;
পৃথিবীর আদ্যোপান্ত ঘুরে নিয়ে এলে তুমি জাতির সম্মান
পিতার গৌরবে যুক্ত কর তুমি বিজয় ছোঁবার জয়গান;
আদিগন্ত জুড়ে সবুজ স্বদেশ তোমার আজন্ম প্রেমভূমি
যোগ্য পিতার গৌরব বাঙালির মুক্তি-পথের দিশারি তুমি।

আমাদের সমৃদ্ধ শস্যভাণ্ডার দিয়ে ক্ষুধারে করেছো জয়
তোমার সাফল্যে বাঙালির স্তুতি আজ আন্দোলন বিশ্বময়;
সুশাসন দিলে দুর্বৃত্ত নাশিলে শিরোপরে নিলে লৌহমানব-মুকুট
ব্রাত্য-দরিদ্রের আশ্রয় তুমি ঋদ্ধির অনিন্দ্য করপুট;
প্রত্যাশা সবার সমৃদ্ধ জীবন নিরন্তন রঙিন,
সমস্বরে বাংলাদেশ বলে, বঙ্গবন্ধুকন্যা শুভ জন্মদিন।

বদরুল হায়দার

কবির অন্তর অধিবাসী

হৃদয়ের দিঘিজল খুঁজে তুলে এনেছি তোমার মন।
আমি নদীমাতৃকার ভূগোল একলা থাকার
উপকূলে খুঁজি নিজস্ব ভুবন।

স্বপ্নজাল বুনে অগণনে আমি বিশ্বায়নে
ডুব দিই প্রাণে। ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ তুমি মানবায়নে
শরতের কাশফুলে মেলে ধরো প্রশান্তির ডানা।

ভাব তরঙ্গের অজানারা হৃদয়সাগরে করে আনাগোনা
বঙ্গীয় আবেগে আমি দোটানায় বশীভূত হয়ে
ভুল করি চিরচেনা।
প্রতিদিন স্মরণ মরণ সংঘাতে হৃদয়ে আঘাত চলে। তুমি
বাঁধাধরা মিথ অতীতের বিপরীতে ডিজিটাল স্রোতে
রক্ষিত হৃদয় বাক্সে খুলে ধরো মনের জানালা।

ভুলি অন্ধত্ব অপ্রেম বিরুদ্ধ সুনাম খ্যাতি। আমি
জাতি থেকে আত্মঘাতী অভিঘাতে নিজের অবাধ্যে করি
শত নানকার পালা। গণতন্ত্রের মানসকন্যা তুমি
হয়ে ওঠো বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

বেদনার আসমুদ্রে চলে আমরণ গোপন উতলা।
তুমি উচ্ছলতার স্বদেশপ্রেমে রাখো শান্তি মানবতা।

পাষাণের ছলাকলার আমি হয়ে উঠি চির ছদ্মবেশী।
তুমি নেতা জাতির পিতার উত্তরসূরি বাঙালি নারীর অবয়বে
সত্য সুন্দর মঙ্গলে চিরজীবী কবির অন্তর অধিবাসী।

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

তোমাকে সেলাম

বাংলা আমার জন্মভূমি
ভারত আমার দেশ
সৌরভে-গৌরবের জাগে
আজও বাংলাদেশ।

সোনার বাংলায় গিয়ে দেখেছি
উচ্ছ্বসিত প্রাণ
একই বৃন্তে ফুটে আছে ফুল
হিন্দু মুসলমান।

সোনার ফসলে ভরে আছে মাঠ
শ্যামল সবুজ বন
রূপালী ইলিশ হাতছানি দিলে
আনচান করে মন।

মাতৃ-মৈত্রীর বন্ধনে বেঁধে
পাশে আছো তুমি নিঃস্বের
তোমার আলোয় বাংলাদেশ আজ
'ধ্রুবতারা' গোটা বিশ্বের।

তোমার শুভ জন্মদিনে
জানাই আমার সেলাম
তোমার মধ্যে শেখ মুজিবের
দৃপ্ত আলোই পেলাম।

সেলাম, তোমায় সেলাম।

বুলবুল মহলানবীশ

২১ আগস্টের রাতে তোমার জন্য

তোমার জন্য হাসু আপা
আমার মায়ের চোখের কোণে
ভেজা লবণ দানার মতো
ফোঁটা ফোঁটা জল জমেছে।

বাক্যহারা ভয়ার্ত চোখ
যুক্ত হাতের প্রার্থনাতে
শ্রাবণ দিনের ধারার মতো
অশ্রুবানের ঢল নেমেছে।

তোমার জন্য হাসু আপা
বিনিদ্র রাত একলা বসে
অন্ধকারে লক্ষ মায়ের
জায়নামাজে কাল কেটেছে।

মুখও চিনুন মুখোশও চিনুন

জননন্দিনী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমীপেষু,
মহোদয়,
যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক
আপনার গুণমুগ্ধ ভক্তের নিবেদন–
আপনি সবাইকে আশ্বাস দিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন
নির্ভয়ে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, গণতন্ত্র দিয়েছেন।
সেই সাহসে ভর দিয়ে কিছু আর্জি, কিছু অনুযোগ।

আপনার প্রথম সাফল্যগাথা পার্বত্য চট্টগ্রাম-শান্তিচুক্তি
আমরা ভুলিনি,–ভুলব না।
সেই প্রচণ্ড দুঃসময়ে, রক্তের ফোটা ধুয়ে
শান্তির পায়রা আপনি আকাশে উড়িয়ে ছিলেন।
তাই বাংলার আকাশ এত স্বচ্ছ, এত বর্ণিল।

আর এই তো সেদিন-সমুদ্র বিজয়!
অধিকার আদায়ের খুশি নিয়ে
রূপোলি ইলিশ ঝাঁক বেঁধে ভেসেছিল–
জ্যোৎস্নার আলো মেখে হেসেছিল, নেচেছিল সাগরে জলে।
খোলা বঙ্গোপসাগর উন্মাতাল ঢেউ তুলে
ছুটে ছুটে গিয়েছিল ঘননীল মহাসাগরের দিকে।
অর্জনের কথাগুলি বলেছিল কানে কানে।

আপনার শুভ জন্মদিনে-
শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-শুভেচ্ছার সাথে
একটাই অনুরোধ
আপনার ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পেছনে
অনেক মুশতাক, অনেক ফারুক

রসে ভরা কালো জাম, আপেল, ডালিম ফলের বাগান
বুলেট, গ্রেনেড বোমা...

দয়া করে নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবুন–
আপনার কোটি-কোটি ভক্ত সন্তানের কথাও ভাবুন।
মুখও চিনুন, মুখোশও চিনুন!

বেলাল চৌধুরী

কোটি কণ্ঠে এক আওয়াজ

ভাঙলেও সহজে মচকাবার নন বাপের বেটি শেখ হাসিনা–
দেখতে হবে না কোন্ সে রক্তধারা, আর কারইবা কন্যা?
যদিও নিজেই আজ তিনি নন কি স্বনামধন্য!
প্রতিহিংসার অনলে পুড়ে খাক হচ্ছেন আজ সে অনন্যা;
মা বাবা ভাই বোন আরো অনেক স্বজন হারিয়েছেন পৈশাচিক পঁচাত্তরে,
নিজের প্রাণের ওপর দিয়েও বয়ে গেছে ঢের ঢের ফাঁড়া
তারপরও রয়েছেন অকুতোভয় শেখ হাসিনা এক পায়ে খাড়া;
'বাংলার মানুষ বড় দুঃখী, ফোটাতে হবে তাদের মুখে হাসি' কথায় অনড়।
পিতৃ আজ্ঞা: অর্থনৈতিক মুক্তি চাই প্রতিটি মানুষের'।
শেখ হাসিনাই গণতন্ত্রের শেষ ভরসা,
তাই তো কোটি কণ্ঠে আওয়াজ 'মুক্ত করে আনতে হবে তাকে সহসা'
এত কিছুর পরও জানি আমরা–শেষ হাসিটি হাসবেন শেখ হাসিনাই।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

হাসিনা, তুমি আশ্চর্য

ভবঘুরে গরমের দিন।
অটামের দিন শেষ হয়ে এসেছে।
আমি হাসিনাকে নিয়ে বিকেলে হাঁটছি।
ফলের বিকেল। লাল পাতা গাছে গাছে লাল আগুন
ছড়িয়ে দিয়েছে। গাছে গাছে লাল আগুন দেশে দেখিনি।
আমি হাসিনার হাত ধরে তাকিয়ে থাকি।

তারপর শুরু হয় হঠাৎ বৃষ্টি।
আমরা বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে থাকি। এই হাঁটা
কোথাও আমাদের পৌঁছায় না।

তবু বলি, বারবার বলি : হাসিনা, তুমি আশ্চর্য

মহাদেব সাহা

কেন বন্দি মুজিব দুহিতা

এই বাংলায় মুজিব দুহিতা কেন কারাবন্দি? আকাশ ডুকরে কেঁদে ওঠে
ভোরের পাখিরা বলে, তারা সব স্বেচ্ছাবন্দি হবে
দুগ্ধপোষ্য শিশুরা সবাই মুখে আর আহার তোলে না,
এই বাংলায় এমন কে আছে দু'চোখে নামোনি যার অবিরল শ্রাবণের ধারা?
আমি চেয়ে দেখি কেমন মুষড়ে পড়েছে আজ সদ্যফোটা ফুলগুলি সব
থেমে গেছে রাখালের ছন্দময় বাঁশি, দু'কূল প্লাবিত পদ্মার ঢেউ
দেখি এই বৈশাখী উৎসব আর্তকণ্ঠে বলে কেন বন্দি বঙ্গ দুহিতা?
কী বলব তাদের আমি, জানি না কিছুই
শুধু জানি পিতার মতই তারও বুক জুড়ে এই দেশের মানচিত্র
তারও অপরাধ এই বাংলাকে এত বেশি ভালোবেসে ফেলা,
ভালোবেসেছে এই বাংলা অক্ষর
শেখ হাসিনা কেন কারাবন্দি এই কথা বলতে বলতে
দেখি মুক্তিযোদ্ধার দুই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে,
হাত থেকে পড়ে যায় অন্নথালা
দেখি দুঃখে তার বিরান হয়ে যায় শস্যক্ষেত্র, জলশূন্য হয়ে পড়ে দিঘি সরোবর
পিতৃমাতৃভ্রাতৃ হারা বাংলার সবচেয়ে দুঃখী মানুষ
তার কে আছে আপন আর এই মাটি ও মানুষ ছাড়া?
এমন যে দুঃখী মানুষ যার দুটি চোখ সর্বক্ষণ অশ্রুর নদী
৭ই মার্চ আর ২১-এ ফেব্রুয়ারির এই স্বাধীন বাংলাদেশে
সেই চিরদুঃখী তোমার কন্যা আজ কারাবন্দি, হায় পিতা।

মারুফুল ইসলাম

দু'ফোঁটা দুঃখ

বুকের কোথায় যেন দু'ফোঁটা দুঃখ

কত আলো পৃথিবীতে, কত রঙ
কত পথ হেঁটে গেছে কত গন্তব্যে
পথিকের পায়ে পায়ে

পলাতকা বৃষ্টির চঞ্চলা অঞ্চল ছুঁয়ে
পিছুপিছু ছুটে যায় উড়োচুল কিশোরী রোদ

দিগন্তে দিগন্তে
তার পাল তোলা হাসি নীলকণ্ঠ পাখি হয়ে
ডেকে ওঠে মধুমতি নদীর হৃদয়ে

সমানুভূতি কাকে বলে পৃথিবী জানে না।

শেখ হাসিনা, আপনার বেদনা আমি জানি।
আপনার প্রত্যাবর্তন আজও শেষ হয়নি।
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সিঁড়িতে
আপনি পা রেখেছেন মাত্র।
আপনার পথে পথে পাথর ছড়ানো।
পাড়ি দিতে হবে দুর্গম গিরি, কান্তার মরুপথ।

মাসুদ পথিক

গ্রাম ও মায়ের গল্প

গ্রামে এলেই মনে পড়ে, আপ্লুত হয় মন। ক্ষেতের আল ধরে কিংবা বাতাসের নিরিবিলি পালক ধরে যদি হাঁটি, তার পিছু পিছু হাঁটি, দুপাশে অলক্ষ্যে কত যে সবুজ, কত যে মায়ের মুখ, কচি ধানের আহ্বানে চোখে আনন্দের ঝিলিক। ছবিগুলো আপন মনে হয় খুবই। মনের কোণে বাজে সহজিয়া সুর। উদাসী এই মন ফেলে আসা দিনের ব্যথায় কুকরে আসে মুহূর্তের অনুভবে। আমরা এদের সোনালি দিন বলি।

গ্রাম গ্রামে অনেক সোনালি মানুষ থাকে। আর কোনো কোনো মানুষ দেশের মানুষ হয়। সোনালি হয়ে যায়।

গ্রামে এসে আমরা পার করি নিবিড় কত দুপুর। আমাদের চেনে তাই এই মাঠ, দূরের রেলপথ, পাতিবকের চোখের সতর্ক প্রহরা; ট্রেনের শব্দে যখন জেগে ওঠে মাঠ, ফসলের পুষ্পিত নির্জনতা। আবহমান ছবিটুকুয় বধূদের-মায়েদের উচ্ছ্বলতা ঝরে; আমরা কী যে ঘুমহারা!

গ্রামে আমার মা থাকে। তিনি শিক্ষক। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান। ছোটকালে আমাকেও শেখাতেন। আমার মা সব মায়ের মতোই প্রিয় মা। মা আমার সব কিছুতেই সাফল্য চান। মাকে খুব ভালোবাসি। মা যে শুধু মা।

শহরে, যে বাসায় আমি থাকি, পড়ার ঘরে, আমার মায়ের ছবির পাশে একটি ছবি বাঁধানো আছে। তিনিও এক মা। তার নাম শেখ হাসিনা। তিনি কি আমার মা নন! তা না হলে আমার এতো কাছাকাছি এলেন কিভাবে, হৃদয়ে আর আমার মায়ের পুষ্পিত ছবির পাশে?

মাকে যারা বন্দী করে, তারা রাক্ষস। রাক্ষস তাড়াতে আমরা দামালের দল,
আছি উদ্‌গ্রীব। ডালিম কুমার ছুটছে জেনো হাওয়ার বর্ম হাতে,....
প্রতীজ্ঞার তীব্রতা নিয়ে, এই দুখিনী মায়ের কাছে।

মাহবুবুল হক শাকিল

শেখ হাসিনা আপনি এলেন

আমরা কতিপয় তখন মুখ গুঁজে
আত্মগ্লানির নর্দমায়, মানুষ কখনো ছিলাম
তাও ভুলতে বসেছি, ক্লেদমাখা শরীরে।

মাথার উপরে দীপ্যমান সূর্য মরে গেছে
আরো আগে, আমাদেরই পাপের প্রত্যুষে।
এরা নদীতে বৃথা জল খুঁজে ক্লান্ত, আমাদের
হাত এবং পা, বাকিটা শরীর ক্রীতদাসের
অভ্যাসে প্রতিবেলা স্যালুটের প্রভুর আশায়।

রোদ ছিল না এক রত্তি, আকাশজুড়ে কান্না
গ্রিক পুরাণের পাখির মতো আপনি ফিরে এলেন
নির্বাসনের অশ্রু পেরিয়ে, পিতার শ্যামল মাটিতে।

তেরো শত নদীজুড়ে বয়ে গেল স্রোত
ধানশালিকের উদ্দাম উড়াউড়ি।

ব-দ্বীপজুড়ে আমরা আবার উঠে দাঁড়ালাম
মানুষের পায়ে হেঁটে আপনার পাশে, মিছিলের মুখ।
উদয়ের পথে আমাদের যাত্রা হলো শুরু।

মিনার মনসুর

এ কথা কে বিশ্বাস করবে আজ!

রক্তসমুদ্রের তুমুল গর্জনের মধ্যে যখন তোমার যাত্রা শুরু হলো,
তখন তোমাকে স্বাগত
জানিয়েছিল একটি কৃষ্ণগহ্বর।
এ কথা কে বিশ্বাস করবে আজ!

কিন্তু তুমি থামলে না। অথচ একমাত্র তুমিই জানতে-
তোমার দীর্ঘ যাত্রাপথে ছায়ার মতো
সেঁটে ছিল তারা। একপাশে রক্তসমুদ্র, অন্যপাশে কৃষ্ণগহ্বর।
এ কথা কে বিশ্বাস করবে আজ!

রক্ত কেন কথা বলে–কৃষ্ণগহ্বর কেন ফেলে দীর্ঘশ্বাস-
সে কেবল তুমিই জানতে। কিন্তু তুমি
তোমার বিশ্বস্ত দুই চোখ আর বিনিদ্র হৃদয়কেও তা বুঝতে দাওনি কখনো।
এ কথা কে বিশ্বাস করবে আজ!

বিশেষত যখন সেইসব গোরখোদকও জপ করে তব নাম,
বিশ্বাসঘাতক বন্দুক লুটিয়ে পড়ে
তোমার পদতলে আর আমাকে ঘিরে পাহাড়ি ঝরনার স্নিগ্ধ সংগীতের মতো
অবিরাম বেজে চলে জনতার জয়ধ্বনি! এ কথা কে বিশ্বাস করবে আজ!

তোমার স্বপ্নরা যখন মেঘের চূড়া ছুঁয়ে মহাশূন্য-
অভিসারী-তখনো অদম্য দুটি পা বটবৃক্ষের
মতো জড়িয়ে আছে পদ্মা-মেঘনা-কর্ণফুলি আর বাইগার কাদাজল।
এ কথা কে বিশ্বাস করবে আজ!

পেছনে রক্তসমুদ্রের তুমুল গর্জন, মাথার উপরে ঈগলের মতো

ওত পেতে আছে কৃষ্ণগহ্বর। তদুপরি, তুমি জানো
চিতার চোখের মতো একটি বুলেট তোমাকে অনুরসরণ করছে সর্বত্র, সর্বক্ষণ।
তারপরও দৃপ্ত পায়ে তুমি হেঁটে
যাচ্ছো–এ কথা কে বিশ্বাস করবে আজ!

মিলন সব্যসাচী

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা : শেখ হাসিনা

আপনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে
পাপলা শুভ্রতায় হেসে উঠেছিলো একগুচ্ছ নিহত গোলাপ
রক্তস্নাত মাটির মমতামাখা এই ধানশালিকের দেশে
সুমধুর কলতান তুলেছিলো তুরাগ তিতাস গোমতি গড়াই
পদ্মা মেঘনা মধুমতি হাজার নদীর অপ্রতিরোধ্য উত্তাল তরঙ্গ।

পিতৃহারা বাঙালি জাতির শোকার্ত হৃদয়ের অতলান্তিক গভীরে
মাতৃস্নেহের শীতল পরশে প্রাণবন্ত করেছেন মুমূর্ষু মানবতা
সবুজ ঘাসের সাদাকষ্ট বিজড়িত বিরান ভূমির তপ্ত প্রান্তর
রক্তাক্ত সিঁড়িতে সেজদায় নত বুদ্ধের মতো উবু হয়ে থাকা বাংলাদেশ
মৃত্যু উপত্যকায় ঝিমিয়ে পড়া পনেরো কোটি জীবনের স্বপ্নসাধ।

ষড়যন্ত্রের প্রাচীর ভেঙে সোনার বাংলা বিনির্মাণের বিমোহিত স্বপ্নে
আকাশস্পর্শী শোকের পাহাড় পদদলিত করার দুরন্ত সাহস
পিতার পদচিহ্ন আঁকা পথে উল্কার গতিতে অবিরাম ছুটে চলা
আপনার দৃপ্ত পদচারণ আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে।
প্রতিশোধের মিছিলে আজও আমরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে আছি।

বিকৃত ইতিহাসের পাতায় লেপ্টে থাকা দুর্ভেদ্য আঁধারের স্তূপ
দুহাতে ঠেলে ঠেলে আপনি আশার আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন
নতুন প্রজন্মের পথ; পথের পাশে ফুটে থাকা বনফুলের সুবাস
দুষ্টু দোয়েলের গান, রাতের আকাশ থেকে ঝরে পড়া শরৎশিশির
চৈত্রের খরতাপ রোদ্দুরে ঝলসে ওঠা তুচ্ছ তৃণদলও আপনার সুপরিচিত।

এই রক্তাক্ত জনপদ, স্মৃতির ধুলোয় ঢাকা বিলুপ্ত প্রাণের আকুতি
সোনালি মাঠের শেষান্তে দূর দিগন্তে মিশে যাওয়া সবুজের ঢেউ

রক্তনদীর দু'কুলে গড়ে ওঠা গুচ্ছগ্রাম গণমানুষের স্বপ্নীল বসতি
পিতার স্বদেশপ্রেম বঙ্গমাতার শ্যামল আঁচল বাংলার প্রিয় প্রাঙ্গণ
বাঙালির উন্নতশির মধ্যম আয়ের মাতৃভূমি আপনার প্রার্থিত প্রার্থনা।
দ্রোহী সুরের মূর্ছনায় খুব সহজেই বাজাতে পারেন জনরুলের অগ্নিবীণা
আপনার অভিবাদন জানাতে কুর্নিশ করে শত জনমের স্বপ্নভুক নোনাজল
মৃত্যুর মহোৎসবে নীলকষ্টের জঠরে আপনার পুনর্জনম বিশ্বের বিস্ময়
হে জনমের মর্মমূলে স্পন্দন তুলেছে একাত্তর এবং জয় বাংলার জয়।

মুহম্মদ নূরুল হুদা

তোমার দিকে তাকাচ্ছে মানুষ

তোমার দিকে তাকাচ্ছে মানুষ,
তোমার দিকে তাকাচ্ছে গণদেবতা;
না, তুমি কাউকে ফিরিয়ে দিও না।

তোমার দিকে তেড়ে আসছে শতজন্মের স্মৃতি,
তোমার দিকে তেড়ে আসছে শতমৃত্যুর কুহক;

না, তুমি ফিরিয়ে দিও না কারো স্মৃতি বা বিস্মৃতি।

হিমালয় থেকে দরিয়ানগর
এই বাংলার মানুষপাখি
তোমাকে উড়িয়ে নিচ্ছে হরিয়ালের ডানায়;
তুমি নিজেকে আবৃত করো লাল-সবুজে।

যারা হট্টগোল করছে, ভেবো না তারা অবুঝ;
যারা হল্লা করছে তারাও ভাগ করতে চায় লাল তরমুজ;
না, দলবদলের খেলা শুরু হতেও খুব দেরি নেই।
কেননা কেউ নির্দলীয় নয়,
কেউ কেবল স্বদলীয় নয়।

একটু অপেক্ষা করো,
হাতের মুঠোয় রঙবেরঙের বলগুলো ধরো।
কিন্তু শাদাটা?
তুমি কি সুযোগ বুঝে
শাদা বলটাকে ছুঁড়ে দেবে আকাশে?
দাও, ছুড়ে দাও,

এই শস্যময় জন্মদিনে
গণদেবতার দিকে তাকাও।

শান্তির সেই শাদা বলটাকে
ঠোঁটে ঠোঁটে আগলাবে বলে
তোমার চারপাশে
শান্তির পায়রারা হাসে।

মুহাম্মদ সামাদ

তুমি ভূমিকন্যা

আমাদের স্বপ্নগর্ভা গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায়
তোমার জন্ম। জন্মগ্রামের প্রতিটি
ধূলিকণা কাদামাটি গায়ে মেখে
বাইগার নদীতে সাঁতার কেটে
বৃষ্টিজলে হেঁটে হেঁটে
রাজপথে সংগ্রামে মুক্তির মিছিলে মিশে
আশৈশব তুমি আছো মানুষের পাশে;
এই বাংলা তোমাকে ভালোবাসে।

আবহমান বাংলার শ্যামল রমণী তুমি–
পাখিরা তোমাকে দেখে ঘুম জাগানিয়া গানে
মুখরিত করে আকাশ বাতাস:
মাছেরা তোমার ডাকে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে;
তোমার শাড়িতে লেগে থাকে
শস্যের সুষমা-ধান দূর্বা তিল তিসি...
তোমার সর্বাঙ্গ জুড়ে বাংলার ষড়ঋতু:
গ্রীষ্মে-দাবদাহে বটবৃক্ষের ছায়ায়
বরষার ভরা জলে নৌকার রঙিন পালে
শরতের নদীতীরে-শুভ্র কাশবনে
হেমন্তের সোনাঝরা পাকাধানে
শীতের কুয়াশাভেজা মিঠে রোদে
বসন্তের কচি নতুন পাতায়
বাংলাদেশ তোমাকেই খুঁজে পায়।

ঘাতকের রক্তচক্ষু মৃত্যুবাণ তুচ্ছ করে
স্বজনের রক্তেভেজা এই বাংলায়

বুকে কষ্টের পাথর চেপে
চোখে অশ্রুর সমুদ্র নিয়ে
ক্লান্তিহীন তুমি ছুটে যাও গ্রাম থেকে গ্রামে

শহরের পোড়া বিধ্বস্ত বস্তিতে;
মায়ের মমতা দিয়ে বুকে নাও দুখিনীরে।
মুজিব-অভয়পুষ্ট তোমার প্রশান্ত
আঁচলের ছায়া প্রতিদিন দীর্ঘতর হয়ে
সমতল ভূমি আর লামার পাহাড় ছুঁয়ে
সস্নেহে ছড়িয়ে পড়ে জাপানের ফুকুশিমা থেকে
সোমালিয়া-সুদানের খরাপীড়িত শিশুর মুখে।

জাতিসংঘে, অগণিত বিশ্বসভায়
তোমার সাহস আর শৌর্যের প্রভায়
সাম্য মুক্তি শান্তির আকাঙ্ক্ষায়
এশিয়া-আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকায়
সংগ্রামরত মানুষেরা জেগে ওঠে।
শেখ হাসিনা, জনগণমননন্দিত নেত্রী
আমাদের শাশ্বত ফিনিক্স পাখি তুমি
অগ্নিস্নানে শুচি হয়ে বারবার আসো
তুমি ভূমিকন্যা-তুমি প্রিয় মাতৃভূমি।

মোহাম্মদ সাদিক

একলা হরিণ

একটি হরিণ একলা হরিণ
দুঃখে ভরা বুক
বাপ মরেছে মা মরেছে
বিষণ্ন তার মুখ

ভাই মরেছে বোন মরেছে
শূন্য হলো ঘর
বুকের ভেতর উথাল-পাতাল
বঙ্গোপসাগর

একটি হরিণ একলা হরিণ
খা খা করে বুক
রক্তে ভেজা বাংলাদেশ
রক্তাক্ত চিবুক

হাওড় ডাকে পাখি ডাকে
আমরা তোমার ভাই
দুঃখে-সুখে তোমার সঙ্গে
আমরা থাকতে চাই

মানুষ ডাকে শস্য ডাকে
পদ্মা-মেঘনা ডাকে
একটি হরিণ একলা হরিণ
চিনতে পার তাকে?

মোশাররফ হোসেন ভূঞা

তুমি বাঙালির বাতিঘর

মৃত্যু উপত্যকায় মৌনব্রত জ্ঞাততাপসী তুমি
তোমার চোখের পাতায় অবিরাম জেগে থাকে
রক্তস্নাত ঘুমের ঘ্রাণ বিজড়িত শোকের স্মৃতি।

তবুও তোমার ওই দু'টি তৃষিত চোখের দৃষ্টি
পিতার পদচিহ্ন আঁকা স্বদেশের স্বপ্নে অতন্দ্র প্রহরী
শোকার্ত হৃদয়ে সঞ্চিত শোক সাহসের মশাল জ্বেলে
বহুদূরে ঠেলে দিলে অদ্ভুত অন্ধকারের রাত
বাংলার বিধ্বস্ত প্রান্তরে বাঙালির বাতিঘর তুমি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
স্নেহধন্য সুযোগ্য কন্যা বিশ্বে তুমি নন্দিত নেত্রী।
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসার রত্নগর্ভে
শ্বাশত সুন্দর সার্থক তোমার মানব জনম।

মেহনতী মানুষের মলিন মুখে তুমি নিরন্তন পুষ্পহাসি
অথচ, তোমার দু'চোখে নীরব কান্নার শ্রাবণ
ঘাতকচক্রের নিত্য নতুন নীল নকশার জালে
কেবলই কণ্টকাকীর্ণ তোমার পরিকল্পিত পথ
তবুও তুমি নির্ভীক সৈনিক সাহসের প্রতীক।

গ্রামবাংলা অবহেলিত নিঝুম পথে প্রান্তরে
এখন আঁধারের বুক চিরে জ্বলে বিজলীর আলো
উন্নয়নের আলোয় হেসে ওঠে মাতৃভূমি বাংলাদেশ।
ক্ষুধামুক্ত মানুষের হৃদয় উৎসারিত ভালোবাসায়
প্রতিদিন আরও প্রাণবন্ত করে তোলে প্রিয় স্বদেশ।

রফিক আজাদ

তিনি আমাদেরই লোক

'জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক
তাঁরও তো প্রাণেরই কথা, যতদূর জানি;
সুধাসদনের পাশ দিয়ে বৈকালিক হাঁটার উদ্দেশ্য
প্রতিদিন যাতায়াত করি
হু-হু করে ওঠে বুক কেন যে জানি না;
আমি তো তেমন একটা কান্নাপেয়ে নই
তবুও কেন যে বুকটা খালি খালি লাগে!
এই যে গরিব দেশ-এর প্রতিটি বৃক্ষ ও মাটি
তাঁর জন্যে কান্না ধরে রাখে নিজস্ব নিয়মে;
আমি কি পাথর নাকি-তাঁর জন্যে এই দুই চোখে
কোনো জল ধরে কি রাখবো না?
তিনি আমাদেরই লোক-তাঁর চোখে এদেশের
প্রতিটি ঋতুর রূপ রঙ ধরা থাকে;
বাঙলার প্রিয় মাটি-জল তাঁর নিঃশ্বাসের বায়ু ॥

রবিউল হুসাইন

জানালার জং-ধরা শিকগুলো

জানালার জং-ধরা শিকগুলো খুলে জানালাকে মুক্ত না করলে বাতাস রোদ আলো দৃষ্টি কিংবা বৃষ্টি কীভাবে দূরে বা সুদূরে প্রসারিত হবে, চোখ দুটি কেমন করে দিগন্তের ধু-ধু পরিধি পর্যন্ত পৌঁছুবে আর দৃশ্যগুলো চোখের ভেতর দিয়ে মনের গহিন মরমে গিয়ে বাসা বেঁধে জানালার মহিমা সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবে! এই প্রেক্ষিতে এখন অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, তা না হলে বাতাস আর বাতাস রইবে না, আলো আর আলোর অস্তিত্বে থাকবে না, দরোজা আর দরোজা হিসেবে বিবেচিত হবে না, রোদ দৃষ্টি কিংবা বৃষ্টি তাদের ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে না। তখন তারা তারস্বরে গলা ছেড়ে চিৎকার করে বলে উঠবে এই বলে যে, জানালাগুলোর যেমন জং-ধরা অকেজো শিকগুলো পুনর্স্থাপন করে নিরপেক্ষ এবং অবারিত করা হয়েছে বলে অসম্ভব সত্যটি প্রকাশ করা হচ্ছে এবং কোন এক ভবিষ্যতে তা বাস্তবায়িত হবে বলে নতুন এক মনগড়া পথচিত্র তৈরি হতে যাচ্ছে। তেমনি করে অদৃশ্যের আড়াল থেকে কারা যেন হৃদ-হৃদয়ের শপথ নিয়ে বলে, তারা কোন জানালাই চায় না, চায় না কোন কৃত্রিম ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধে গণইচ্ছা-বিপরীত স্থাপনা ভবন প্রাসাদ সৌধ উপাসনালয় অথবা যে কোন অসামঞ্জস্যপূর্ণ স্থাপত্যকলার ভীতিকর ভিত্তির ভৌত কাঠামো বা নিদর্শন। তারা চায় অবারিত জনস্বার্থের আনুকূল্য ও সমর্থনে যে কোন উদার মানবিক প্রগতির স্বপক্ষে জনপদ, চারিদিকে সবুজ গাছপালা নদ নদী বিল হাওর জলাভূমি বিপুল বিস্তারিত দিগন্তে মেলে ধরা নীরব-নিথর শান্তির প্রান্তর। এসব করতে গিয়ে যদি কাউকে অবরুদ্ধ করে আড়ালে বন্দি করে রাখা হয়, তাহলে কেমন করে দেশ ও দশ পরিপূর্ণতায় অবাধ আর অবারিতভাবে প্রবাহিত প্রকাশিত প্রসারিত হবে, কীভাবে প্রাকৃতিক স্রোতধারায় বাতাস আর আলোর বাহনে দিগ্বিদিকে এই বাংলার সবুজ আর সূর্যের পতাকা প্রাণের ভেতর নিয়ে কবে হাত ধরে প্রিয়মুখ অসহায় বঞ্চিত জীর্ণ-ক্লিষ্ট ক্ষুধার্তের মাঝে ফিরে যাওয়া যাবে। মনে রাখা দরকার চিরমুক্ত বাতাস রোদ বৃষ্টি বা মানুষ নামের কোন ডানাহীন পাখিকে কোনদিন ধরে রাখা যায় না। যারা এটা করতে চায়, তাদের

বিভিন্ন অস্বাভিক উপায় অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু, দেখা গেছে শেষ পর্যন্ত তাতে কোন কাজ হয় না। বরং, উল্টো করে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে নিজের তৈরি নিজের ফাঁদে নিজেকেই চিরবন্দি হতে হয়।

রাসেল আশেকী

আপনার জন্ম একটি নতুন সময়ের ইঙ্গিত

পথের দূর্বাঘাসও আপনাকে চেনে
আপনাকে চেনে তালগাছে ঝুলে থাকা বিরল বাবুই পাখি
খুব বেশি চেনে ভোরের কাক ও কোকিলের চোখ
আর দোয়েলের শিসে দোল খাওয়া ঝিঙেফুল মৌমাছি।

অমন চেনার সরলতায় ফড়িং প্রজাপতি
তুলতুলে ডানায় আপনাকে দেখায়, আর বলে ভূ-মণ্ডলে
আপনার তুলনা আপনি, আপনার বিকল্প আপনি
আপনার কর্ম অশেষ, আপনি দাঁড়ালে দাঁড়ায় স্বদেশ।

আর কই মাছের ফুসফুস থেকে বেরোনো বাতাস
প্রবল জীবনীশক্তির মধুর বিস্ময়ে জানায়
আপনি সেই রত্নগর্ভের সুযোগ্য পরমা
বিমূর্ত থেকে মূর্ত যুগের আলোকবর্তিকা।

এখনও আপনি অমলপুরাণের সেই দুর্গতিনাশিনী
আর ইতিহাসের নেফারতিতিও মতন স্বাজাতির মুখে
হাসি ফোটাতেই সমপৃথিবীর জনসমুদ্রে একাই এক
উন্নতশির দেশমাতৃকা।
যেদিকে তাকান সেদিকে আলোর ভুবন
যেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন সেখানেই আঁধার ভীষণ।

তাই তো আপনার আত্মার অশ্রুতে ভরা নদীও জেগে ওঠে
পৃথিবীর সবুজে, ক্ষমাও হাতে থাকে ভালোবাসার বিকল্প শক্তি
কেননা, আপনার জন্ম একটি নতুন সময়ের ইঙ্গিত
এবং জনকের মহাস্বপ্নের মুক্তি।

রাতুল দেববর্মণ

মানব মুক্তির নতুন ঠিকানা, বাংলাদেশের শেখ হাসিনা

বিকেলের পায়ে নতজানু হয়ে পড়ে আকাশ,
সন্ধ্যার পাখি উড়ে উড়ে ঘরে ফিরে যায়।
এই পথে, আমার প্রিয় আখাউড়া রাস্তায়।
এ পথেই রবীন্দ্রনাথ, সবুজ ক্ষেত, সুনীল আকাশ,
জুড়ি গাড়ি চড়ে এসে তিনি রাজার অতিথি।
তিনি দেখননি মানুষের ক্ষুধা, স্বাধীনতাকামী
মানুষের অবিরল স্রোত, হাতের মুঠোয় সবুজ পতাকা।
এ পথেই দেখি আমি মানুষের নব জাগরণ।
এই পথ যুদ্ধ, এপথেই নিদ্রাহীন মানুষের ঢল
সারা গায়ে গন্ধ তিতাস মেঘনার জল,
এই পথে যুদ্ধ, এপথেই মুক্তিযুদ্ধের শপথ
কেউ জানে না এপথেই এসেছিলেন তিনি স্বাধীনতার বার্তাবাহক
এপথে একাত্তর, এপথে স্বাধীনতা
লক্ষ মানুষের মুক্তকণ্ঠ সোনার বাংলা
এ পথেই মানুষের মিছিল নতুন ঠিকানা
জেগে থাকে দিবানিশি আখাউড়া রাস্তায়
এ পথেই ইতিহাস আগরতলা থেকে নতুন বাংলা
এ পথেই মাতৃহারা শিশু অন্য মায়ের স্তনে দুধ খোঁজে
এ পথ ভেঙ্গে পড়ে-ভাঙ্গে না তবু মানবস্রোত
এ পথেই মানুষের হাতে হাতে নতুন কেতন
এপথেই তিনি এসেছিলেন নতুন দেশের খোঁজে
কবিতাকে তিনি তুলে ধরেছিলেন বজ্রমুষ্টিসাজে
মানুষের জয় হবে নিশ্চিত জানি
জেগেছে বাংলার মানুষ নব ফাগুনি।

এ শহর আগরতলাতেও সেদিন এসেছিল যেন এক নবজাগরণ, শহরে গ্রামে আপামর মানুষ মেতে উঠেছিল বিপ্লবের রক্তঘ্রাণে। "পরাধীন মানুষের স্বাধীনতা চাই"–এই স্লোগানে অশ্বরোষে ধাবিত হয়েছিল প্রতিটি মানুষ। যুবক-যুবতী আবালবৃদ্ধবনিতা সেই রক্তঝরার দিনগুলিতে যেন নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছিল স্বাধীনতার জন্য। যেন প্রতিবেশী নয়, যেন দূরের কেউ নয়, তাঁবুতে আশ্রিত সংগ্রামী মানুষের পাশে ছুটে গিয়েছিল আপনজন ভেবে। এ সেই আপনজন-শুধু কী ভাষার বন্ধন। একই ভাষার মানুষ যখন বিপন্ন, নিরাশ্রিত-তখন আমরা গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ কীভাবে নিজেকে গুটিয়ে রাখি। মুক্তিকামী মানুষের গায়ের রক্ত যখন আমার গায়ে এসে ছিটকে পড়েছিল, টগবগ করে প্রতিটি রক্তকণা জানান দিয়েছিল-আমি আছি, আমরা আছি তোমাদের পাশে। ভিতরের যত আগুনপাখি জ্বলে উঠেছিল স্বাধীনতাকামীদের জন্য। কবিতা জেগে উঠেছিল কলমের শাণিত আঁচড়ে। "স্বাধীনতা চাই", শুধু এই যুগল শব্দে। পাখির মতো মুক্ত হয়ে নীলিমা আকাশে উড়তে চায় পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ।

বঙ্গবন্ধুর হত্যায় যখন বেহালার করুণ সুর বেজে ওঠে, তখনই তোমার হাতে উঠে আসে বজ্রনিনাদ। তোমার শরীর থেকে অনুতাপে রক্ত ঝরলেও, সেই রক্তই আবার টগবগ করে উঠে পুনরায় মানবমুক্তির আকাঙ্খায়। তখন তুমি মেয়ে নও, নারী নও, আপামর বাংলার এক অবিস্মরণীয় মানবতাবাদী সংগ্রামী মানুষ। সমস্ত হিংসা বিদীর্ণ জনতাকে তুমি ভালোবাসা দিয়ে, নৈবেদ্য সাজিয়ে, আশ্রয় দাও। তুমি হয়ে উঠ একজন 'জাতির মাতা'। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা হয়ে মানুষের পাশে এসে দাঁড়াও ; তুমি তখন শুধু বাংলার নও, পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী মুক্তিবাদী মানুষের স্মরণীয় 'মানবী'। তোমার ছায়ায়, তোমার মায়ায় বাংলাদেশ পৃথিবীর অনন্য দেশ হয়ে উঠে।

জন্মদিনে আপনাকে শুভেচ্ছা, সংগ্রামী অভিনন্দন ও প্রাণাম জানাই।

রীনা তালুকদার

সবুজ বিপ্লবে দ্বিতীয় মুক্তি

বীর বাঙালির ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন
করেছিল যারা উনিশশো পঁচাত্তরে
বঙ্গের বন্ধু বঙ্গবন্ধু হত্যার
কালো আইনের কালি মুছে
তুমি জাতিকে দিয়েছো মুক্তি
কৃষক শ্রমিক জনতার সোনার বাংলাদেশ
লাল সবুজ শাড়ির আঁচলে উড়ছে মুক্ত বাতাসে
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, হাইটেক পার্ক স্থাপনে
অজানা বিশ্বকে দিয়েছো হাতের মুঠোয়
পদ্মা সেতু নির্মাণে খুলে দিয়েছো শতাব্দীর স্বর্ণদুয়ার
মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির বাস্তবায়নে
সীমান্তের কাঁটাতার উপড়ে ভালোবাসার বন্ধনে
আবদ্ধ করেছো ঠিকানাহীনদের
গৃহহীনদের তুমি দিয়েছো সবুজ সুন্দর বাংলার ঠিকানা
দুঃখী মানুষেরা আজ প্রাণ খুলে হাসছে অবলীলায়
রূপপুর পারমাণবিক শক্তি, রামপালের কয়লা বিদ্যুৎ
অই শোনা যায় দরিদ্র মানুষের কর্মঠ জীবনের গান
বিশ্ব অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে
বাংলায় ক্ষুধা, দারিদ্র্যের পরাজয়
বঙ্গবন্ধু দিয়েছে প্রথম মুক্তি লাল সবুজ পতাকা
মুক্ত বাতাসে অফুরন্ত মুক্ত নিঃশ্বাস
তুমি দিলে সবুজ বিপ্লব অর্থনৈতিক দ্বিতীয় মুক্তি
বঙ্গদেশের পাখির ভাষার কথা বলা জনতা
এখন গেম্নাবাল বিশ্বের অংশীদার
ডিজিটাল বিশ্বের বাংলাদেশ নির্মাতা
বাংলার মাহাথির বঙ্গকন্যা শেখ হাসিনা।

পানি চুক্তির পর

রুবী রহমান

পানি উপহার নিয়ে ফিরে এলে উৎসব-নগরে।
রজত জয়ন্তীর শিরোপা পরেছে, তুমি দ্যাখো,
এই দীনহীন দেশ-আমাদের দুঃখী জন্মভূমি;
বেশ মানিয়েছে তাকে বিজয়ের মাসের গৌরব,
পানির সুসমাচার এনে দিলে সেই দেশে তুমি!
এদেশে অনেক দিন জলও পড়েনি আর পাতাও নড়েনি
বড় দীর্ঘ-দীর্ঘকাল জলপতনের শব্দবঞ্চিত এদেশ
শিশিরপাতের কিম্বা অশ্রুমোচনের শব্দ শোনেনি বাঙালি
দারুণ তীব্রখরা
ঠা ঠা রোদে পুড়িয়েছে কৃষকের ক্ষেত,
বাঙালির মানচিত্র, যোদ্ধার সাহস।

এই দেশে পানির সম্ভার নিয়ে
এলে তুমি অশ্রুমতী মেঘের মতন;
জলবতী সুবর্ণরেখার মতো এই মঙ্গলের মালাখানি
বাঙালি কি যথাযথ বুকে তুলে নেবে!

সকল জবাব বুকে মহাকাল শান্ত হেঁটে যায়।
তেমনি চলেছো তুমি স্মিত ধীর একাকী রমণী।

লুৎফর চৌধুরী

এই যে সুর, এই যে ধ্বনি

এই শরতের শিউলীফোটা ভোরবেলা
সুখেদুখে তোমার পাশে দুরবেলা,

সাঁঝেরবেলা, সোনার আলো
রবির ছবি কীযে ভালো,

স্নিগ্ধ চাঁদের ফুটলো হাসি
তোমায় ভালো কীযে বাসি।

মধুর ছবি বুকে বেঁধে,
কী সুর মোরা যাই যে সেঁধে,

স্বপন শুধুই তোমায় ঘিরে
আছ তুমি হৃদয়জুড়ে।

এই যে সুর, এই যে ধ্বনি
চারদিকে তোমার কলধ্বনি।

শরাফত হোসেন

ভূমিমাতা

এক.
শিশিরের বোঝা বইছে ভূমি
ভূমির বোঝা মানুষ; মানুষের তুমি
পরখ করে দেখছো শব্দের গাঁথুনি।

বৃষ্টি বোঝাই নাও; কী করে যে বাও!

একের পর এক
শব্দ বিবেক
বৃষ্টি নামাও।

দুই.
তরুণ স্বপ্নেরা বেড়ে উঠে তোমার চোখে
স্বদেশের বুকে আঁকে স্বস্তির তিলক
কিষাণের মাটি হয়ে উর্বর ফসলের গানে
রক্তে-ঘামে, সম্মানে
জেলের জল, জলে জেলের অধিকার মানেই তুমি।

একের পর এক
শব্দ বিবেক
বৃষ্টি নামাও।

শামীম রেজা

একুশে আগস্ট

গির্জায় বাজেনি ঘন্টাধ্বনি কোনো
সেদিন সন্ধ্যায় আজান শোনেনি কেউ
ত্রিপিটক হাতে বিস্মিত ভিক্ষু যেন!
মন্দিরে যায়নি পাড়াগাঁর কোন বউ।

চারিদিকে কনভয় পুরোনো হায়েনার থাবা
একুশে আগস্ট নৃশংস দিবাযামে
ঘাতক-উল্লাসে আঁধার স্তব্ধতা নামে
শহর ছিল না শহরে
মৃত্তিকার বুক লাল
শিশুজন্ম থেমে গিয়েছিল ক্ষণকাল।
একুশে আগস্ট হিমাতঙ্ক বুকে
প্রীতিলতার দৃঢ়তা
দেখেছি তোমার মুখে।

শারমিন জাহান

শান্তির অগ্রদূত

তুমি বিস্ময়,
তুমি বিক্ষুব্ধ রাত্রি শেষে ভোরের অবাক সূর্যোদয়।
মমতাময়ী তুমি,
বিদুষী তুমি,
ন্যায়ের প্রশ্নে তুমি আপসহীনা,
গরিবের বন্ধু তুমি আপনজনা,
তুমি দূরদর্শী,
তুমি পারদর্শী,
তুমি জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকার,
তুমি অমূল্য মনিহার এই রূপসী বাংলার।
তুমি স্বপ্নকন্যা,
তুমি আনন্দের বন্যা,
তুমি দেশরত্ন, তুমি জননেত্রী, কত নামে ডাকবো তোমায়
দেখলে তোমার হাসিমাখা মুখ ও জীবন পূর্ণতা পায়।
তুমি অনন্যা,
তুমি তুলনাহীনা,
আমি তুচ্ছ, নগণ্য তবুও আমায় বুকে নিয়েছ টেনে
আমি ধন্য আমি পূর্ণ আমায় নিয়েছ কিনে।
তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী,
তুমি রণজয়ী,
কাগজ ফুরিয়ে যাবে তবু তোমায় নিয়ে লেখা শেষ হবে না
বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত তুমি জননেত্রী শেখ হাসিনা।

শ্যামসুন্দর সিকদার

সুখের প্ল্যাকার্ড নিয়ে শেখ হাসিনা

শান্তির প্রচারে বাঙলা ভাষায় লেখা সুখের প্লাকার্ড হাতে
এক ঝাঁক রাজহাঁস আসবে শহরে, তরুণরা করবে তাদের নিরবে অনুসরণ!
গণতন্ত্রের মানসকন্যা সাহসী শেখ হাসিনা আছে মানুষের নির্ভয় বহমানতায়,
ওরা বলবে তখন ধার করা অর্থে আর কোনো সুখের লিজ কিনবো না।
পদ্মার প্রবল প্রবাহে মিথ্যেরা ভেসে যাবে বঙ্গোপসাগরের দিকে!
আবার সময় হয়েছে নব জাগরণের জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাবার,
এবার নতুন সৃষ্টির জন্য শেষ প্রান্তে যাবো, সৃষ্টিশীলতায় শান্তির সান্নিধ্যে যাবো।

নিরীহ নির্বোধ মানুষের শান্তির মিছিলে জুজুর ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না।
অমিত নিষিদ্ধ নিকোটিন দিয়ে সাজাবো ক্যান্সার আক্রমণের নতুন চিঠি!
জীবাণুরা আমন্ত্রিত হবে অনাহূত কষ্টের কৃত্রিম ঘরে আর যাবে অনিচ্ছা মৃত্যুর কোলে,
সব অনিয়ম দূর করতে অনিষ্ট অনাচারের পথের মাঝে দাঁড়াবো সাহসে,
গড়বো নতুন এক ভার্চুয়াল দেয়ালের ভিত।
তারপরও এতসব অপকর্ম করে দুর্বৃত্ত পালাবে কোন মহাদেশে?
অবশেষে নিরুপায় দেখবে যখন, ওরা বসে থাকবে শেখ হাসিনার পায়ের কাছে।

প্রথম পাপের আগুনে পুড়িয়ে দেবো পাপিষ্ঠদের ওই কালো মুখোশ,
সবুজ ক্ষেতের ফসলে পড়বে না আর আঁটকুড়ে মুখদোষ!
পুরানো মিথ্যে গল্পের দেশপ্রেম নিয়ে আর লিখবো না কেউ বিকৃত ইতিহাস।
আলোকিত নতুন প্রজন্ম সব দেখে শুনে নিরেট সত্যকে করবে বিশ্বাস,
আর তখন বৃষ্টিরা সব ধুয়ে মুছে মিথ্যাকে করবে পরিহাস।
সাগরের ঢেউগুলো অনাহূত মৃত্যুকে ঠেলে দিবে বিস্তৃত সমুদ্র তীরে,
হারিয়ে যাবো নির্মোহ মানুষের দুর্দশা তাড়ানো আনন্দ মিছিলের ভিড়ে।

স্বপ্নেভরা এই সোনার দেশ কারো কাছ থেকে ধারদেনা করে পাইনি আমরা,
এটা অযুত রক্তের বিনিময়ে মহাপ্রাণ বঙ্গবন্ধুর মহান নেতৃত্বে বাঙালির গৌরবময় অর্জন!

বাঙালির পেয়েছে আজ গৌরবে সমোজ্জ্বল এক ডিজিটাল বাংলাদেশ!
এটা বঙ্গবন্ধু সোনার কন্যার অনন্য স্বপ্ন আর স্বমহিমায় গর্বিত সজীব ওয়াজেদের অবদান।
এখন দুরন্ত বাংলাদেশ যাবে আরোও এগিয়ে-মহাকাশে নতুন স্যাটেলাইট।
তবে ছারপোকা আছে বলে হতে হবে সাবধান,
হয়তো মঙ্গলগ্রহে বসেও তারা করবে ষড়যন্ত্র-আছে যত শয়তান।
তবে ভয় করি নাতো,
আমরাই গড়বো উন্নত বাংলাদেশ বিশ্ব মাঝে-বানাবো নতুন ইতিহাস,
মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বাঙালি-হবে এক গর্বিত জাতি পৃথিবীর।
শান্তির প্রচারে বাঙলা ভাষার লেখা সুখের প্লাকার্ড হাতে এগিয়ে যাবো আমরা সামনের দিকে।

শাহানা জেসমিন

অতন্দ্র প্রহরী

জীবনমৃত অবস্থায় ছিলাম আমরা
আলো আঁধারি বেলায়
হঠাৎ আলোর ঝলকানি দিয়ে
একপশলা বৃষ্টি নিয়ে
তৃষ্ণার্ত গা ভিজিয়ে দিয়ে
আবির্ভূত হলেন যে মানবী
তিনি আমাদের মহান নেত্রী
বঙ্গকন্যা শেখ হাসিনা,

স্বমহিমায় উদ্ভাসিত
প্রাণ উচ্ছল এই মহিয়সী
আমাদের চিত্রপটের মানসকন্যা
তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই হৃদয় হতে।

উচ্চতার মঞ্চে তাঁর অমিয় বাণী
কোটি কোটি মানুষের
চলার পথের প্রেরণা জোগায়।

রুচির বৈচিত্রে তাঁর গাম্ভীর্য
উর্ধ্বলোকে কিরণ ছটায়
চিরল ঠোঁটের মায়াময়ী ভাষণ
আমাদের অন্তরে ক্ষুধা মিটায়।

হে বঙ্গবন্ধু কন্যা
তুমি বার বার ফিরে আসো
আমাদের হিজলতলায়

সেথায় জেগে আছে
কোটি কোটি প্রাণ
তোমার অপেক্ষায়।

বলতে চায়
ভাললাগে, তাই ভালবাসি
জীবন দিয়ে ভালবেসে যাব
তবু তোমার ক্ষতি হতে দেব না
এক রত্তি।

যারা দেয় তোমায় লাঞ্ছনা গঞ্জনা
কেড়ে নেয় তোমার আপনজনের প্রাণ
আমরা জীবন বাজি রেখে রুখবো তাদের
পড়ার শিকল, করব জয়গান।

শক্ত হাতে চালাও তুমি
তোমার কার্যাদেশ
তোমার শীতল ছায়ায়
সমৃদ্ধ জাতি গঠনে
অতন্দ্র প্রহরী হয়ে
দাঁড়িয়ে আছি আমরা
ভালই আছি বেশ।

শাহজাদী আঞ্জুমান আরা

পুনরায়

এসো
শুরু করি অন্ধকার গুহা থেকে
ঢাল, খানা-খন্দ, কাঁটাতার
পাথর ছড়ানো সে বিস্তৃত পথ
অন্ধকার, ছমছম গায়ে পেঁচা ডাকা রাত
নোংরা, পূতিগন্ধময় সময়
সব পেরিয়ে এসেছি
এখন ক্রমশই যাবো বিস্তৃত পথে।

এসো
সীমাবদ্ধ কপাট ডিঙিয়ে
ছুঁইয়ে দেই মাঠের শেষ প্রান্ত
অসুন্দর ভঙ্গি যতো
উপড়ে যাবে, নির্মূল হবে অভিযানে
ভেতরের সুতীব্র আলোয়
আমরা পেরিয়ে যাবো অবশিষ্ট অন্ধকার, এসো, হাত ধরো।

দ্বিধা?
শিরদাড়া জেগে আছে হাতে?
নখের অগ্রভাগে হলুদ, টান ধরেছে বুকের ভেতর
চোখের নিচে জমা মাংসের পুত্তলি?

তাতে কী হয়েছে বলো?

এখনও যে সময় তোমার জন্যে অপেক্ষমান
চলো, দ্রুত।

শিহাব সরকার

আমাদের ফিনিক্স পাখি

জেগেছে ফিনিক্স, আগুনের পাখি
দুঃসময়ে দিগন্তে চেয়ে থাকি,
ভোরের রক্তস্নাত ঐ অমল মুখ
মুছবে না, অন্ধকার যত তীর হানুক।

গ্রেনেড-বোমায় অটল মুজিব দুহিতা
তিনি কাণ্ডারি, সত্য মানব-সুহিতা,
যখন তমসা গিলে নেয় সমস্ত পথ
মাথা কুটে মরে বজ্র শপথ,
তিনি এলেন পথভোলাদের ত্রাণে
গাঁথা হলো মালা প্রাণে ও প্রাণে।

দৈব সূর্যের স্নানে বঙ্গবন্ধু অক্ষয় অমর
আগুনের নারী, শুদ্ধ করো নষ্ট প্রহর।

সাকিল আহমেদ

পদ্মা-গঙ্গা

যদি গঙ্গাকে মা ডাকি, বলে থাকি বড়ো মা
ছোট মা পদ্মা কে ফোঁটা জল পাবে না?
দুই দেশের দুই নদী যেন যমজ বোন
দুই দেশের ভুখা মাটি প্রজা অগণন

বন্ধুর সরকার, বন্ধু দরকার, দর বাড়ে পানি
বন্ধুর পাশে থাকি যত থাক মান অভিমানই
হাঁসছেন, বন্ধু, না বাঁধে যুদ্ধ, খুন, রাহাজানি
পানি আর জলে প্রাণ কথা বলে তাহা মানি

যদি গঙ্গাকে মা ডাকি, বলে থাকি বড়ো মা
ছোট মা পদ্মা কেন এক ফোঁটা জল পাবে না?
মমতাময়ী মা আজ দাঁড়াবেন কোন মা মাটিতে
মনমোহিনী দালান পড়ে আছে শীতল পাটিতে

ভুলে কী যাবো আমরা বাঙালি-বাংলা ভাষাভাষী না?
শেষ হাসি হাসবেন কে মোহন, মমতা না হাসিনা?
চাই গঙ্গার জল, কলকল, চাই পদ্মার পানি
দু'দেশ ভরুক শস্য-শ্যামলে মুছুক হৃদয়গ্লানি।

সালাউদ্দিন বাদল

শেখ হাসিনা

জ্যোতির্ময় দুটি চোখ মমতায় ভরা মুখ
ইস্পাত দৃঢ় মনোবল অনাবিল স্নিগ্ধ হাসি
প্রতিনিয়তই যাকে দেখি
তিনি আমাদের মূল্যবোধের প্রতীক
জাতির ভাগ্যবিধাত্রী শেখ হাসিনা ।

দুঃখী, অসহায়, নির্যাতিতা, বিধবা
এতিম, গরিব, বস্তিবাসী
সবাইকে তিনি মমতার আঁচলে বেঁধে রেখেছেন
যা সত্যি, তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন।

মনে কি পড়ে সেই দিন।
বৃষ্টির অঝোর ধারার মতো তিনি কাঁদলেন
বিমানের সিঁড়ি থেকে নেমে তিনিও সিক্ত হলেন
পুণ্যস্নান করে তিনি জেগে উঠলেন।
লাখো মানুষের প্রতিধ্বনি, গগণবিদারী স্লোগান
আমরা ফিরে পেয়েছি
স্বাধীনতার স্বাদ, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি
চোখের জল মুখে
জনতার মাঝে বার বার হাত উঠালেন
যেমন করে তাঁর বাবা, বাঙালি জাতির জনক 'বঙ্গবন্ধু'
জনতাকে আন্দোলিত করতেন।
জনতার এমন ঢল সহসা দেখেছে কি কেউ
ভালোবাসার সেতুবন্ধনে প্রগাঢ় স্নেহে নতুন দায়িত্ব নিতে
যিনি ফিরে এসেছেন তার প্রিয় মাতৃভূমিতে,
জনকের কন্যা সেদিন নতুন করে

জীবনের গান গাইলেন। নিজের মনে শপথ নিলেন
স্বাধীন পতাকা দেশের সার্বভৌমত্ব তিনি সমুন্নত রাখবেন।

দীর্ঘ একুশ বছর পর নির্যাতন, নিপীড়ন
কালো অমানিশার ঘোর কেটে
তিনি জনতার ভালোবাসায় বিজয়ী হলেন।

শান্তির পরমমণি মহিয়সী নারী হিসেবে
তিনি বিশ্বস্বীকৃতি পেলেন
বাংলাদেশের পতাকা আমাদের স্বাধীনতা
যাঁর কাছে গচ্ছিত রাখলেন জনতা
জনতার প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনা।

সাবেদ আল সাদ

চেতনা : একুশে আগস্ট

আমাদের গায়ের অখ্যাত রণেশ দা
সেও ছিলো মিছিলের পুরোভাগে
আন্দোলনের ঝাঁঝালো রোদ, তাঁতানো শহর
মুহুর্মুহ স্লোগান, মুখরিত আকাশ
জয় চলমান মিছিলের জয়।
এ সকলই ছিলো অনুষঙ্গ
তিনি আসবেন.....
আমাদের প্রিয় নেত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা

মিছিলের পর মিছিল এসে থামে বিবি এ্যাভিন্যুয়ে
পাশেই ঘর ও সংসার ছুটে বিপ্লবী
অকুতভয় আইভী রহমান
যার উদ্দাম সাহসের কাছে
শোক ও উদাস্য বারবার পরাভূত।

জনসমুদ্রের মাঝখানে আমাদের প্রিয় নেত্রী
হঠাৎ কখনো চোখ তার প্রিয় জনতার দিকে
দেখে নেন চারদিক, কপাল চিবুকে বিন্দু বিন্দু ঘাম
মাথার উপরে তাকালেন একবার
সেখানে অশুভ মেঘ জমেছে বিস্তর

মুহূর্তের ফাঁক মাত্র-কিছু বলার আগেই
স্বৈরিনীর অট্টোহাসির শব্দের মতো
ফেটে যায় অজস্র জীবন্ত বোমা
স্প্লিন্টারে শরীর ঝাঁপিয়ে তৈরি হয় বর্ম
সেখানে তুমি ছাড়া কোনো ঈশ্বর ছিলো না

কী নিসর্গ বলিদানের অনুসঙ্গ। ভালোবেসে
অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিলো আইভী এবং অজস্র মানব সন্তান

তোমার লড়াকু জীবন, পথ প্রদক্ষিণে
এনে দিলো ন্যায় ও স্বাধীনতার এক নতুন স্বাদ
মহাসমুদ্রের উত্তাল কল্লোলে তুমি অমর দ্রাবিড়
জয় চলমান মিছিলের জয়।

সুজন বড়ুয়া

ঠিকানা শেখ হাসিনা

যেখানে আকাশ নীল থেকে গাঢ় নীল
বনেরা উড়াল সুবজের সমারোহ
নদীরা নৃত্যচপল হরিণী যেন
পাহাড় নিবিড় উদার ঊর্ধ্বমুখী,

সেখানে সাগর উত্তাল সীমাহীন
উপচে পড়ছে আপন ঠিকানা নেমে
দিগন্তজোড়া সুজলা সুফলা মাঠ
ফসলের রঙে করে শুধু রূপসজ্জা,

যেখানে কৃষক শ্রমিকের মুখে হাসি
যায় না মিলিয়ে রাতদিন বারোমাস
মানুষে মানুষে শুধু ভালোবাসাবাসি
এক সাথে হয় ঈদ পূজা বড় দিন,

যেখানে অবাধ রমনার বটমূলে
বৈশাখী মেলা রবীন্দ্রসংগীত
একুশে ফেব্রুয়ারি আনে গৌরব
বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসের নামে,

যেখানে বাংলা কৃষ্টি পতাকা আর
সংবিধান ও স্বাধীনতা নিরাপদ
যেখানে কখনো থুবড়ে পড়ে না মুখ
মুক্তিযুদ্ধের পরম প্রিয় চেতনা,

সেটা কোনখানে, জানো তার কী ঠিকানা?
জানি আমি জানি, তার নাম শেখ হাসিনা
জাতির পিতার স্বনামধন্য
যোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা,
অগ্রগতির স্বপ্ন-প্রতীক শেখ হাসিনা।

সোহরাব পাশা

দেশরত্ন শেখ হাসিনা

প্রতিদিন তোমার সুখ্যাতি বিশ্বময়
তুলছে অনন্য সাফল্যের দীপ্তঝড়,
কেননা তুমি তো মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে
রাত্রির আঁধার ভেঙে ছিনিয়ে এনেছো
নতুন ভোরের আলো
এই মৃত্তিকা, মানুষ, গোলাপ বাগান
আর ভোরের পাখিরা সে কথা জানে,
শুধু বাংলাদেশ আর বাঙালির নয়।
সারা পৃথিবীর জন্যে এনেছো সোনালি
দিন, সপ্নময় সুবাতাস,
পিতৃহারা, মাতৃহারা, কতো প্রিয় স্বজন হারানো
বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত, অকৃপণ হৃদয়ে তুমি
ভালোবেসেছো বাংলার দুঃখী মানুষকে
অশ্রুভরা চোখে ভালোবেসেছো এই
বাংলাদেশকে,
তুমি নিজ হাতে মুছে দিয়েছো মুক্তিযুদ্ধে
সন্তানহারা দুঃখী মায়ের চোখের জল,
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বঙ্গজননীর কন্যা
তুমি, 'দেশরত্ন' শেখ হাসিনা, নক্ষত্রের মতো
তোমার নাম চির উজ্জ্বল অম্লান থাকবে এই বাংলায়
আর বাঙালির হৃদয় আকাশে।
শহরে বন্দরে, গ্রাম গঞ্জে, সবখানে
আজ আনন্দের যে ঝর্ণাধারা, সে তো তোমার জন্যে
দেশ ও জাতির কল্যাণে আন্তর্জাতিক বিশ্বে
তুমি উজ্জ্বল করেছো বাংলাদেশের সুনাম,
মহাকালেও মুছে যাবে না তোমার নাম।

সৈয়দ শামসুল হক

আহা, আজ কী আনন্দ অপার!

আহা, আজ কী আনন্দ অপার!
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার
জয় জয় জয় জয় বাংলার
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বপ্নবাহু তাঁর
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার
পঁচাত্তরের কলঙ্কিত সেই রাত্রির পর
নৌকা ডোবে নদীর জলে
সবাই বলে নৌকা তুলে ধর
কেইবা তোলে কে আসে আর
স্বপ্নবাহু তাঁর
বঙ্গবন্ধু কন্যার
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার!

শেখ হাসিনা সব নদীতে
দুর্জয় গতিতে
টেনে তোলেন নৌকা আনেন উন্নয়ন জোয়ার
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার

জাতির পিতার রক্তে দেশ
এখনও যায় ভেসে
সেই রক্তের পরশ মেখে দেশ উঠেছে জেগে
এই দেশ তোমার আমার
জয় জয় জয় জয় বাংলার
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বপ্নবাহু তাঁর
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার
আহা, আজ কী আনন্দ অপার!

হাবীবুল্লাহ সিরাজী

ভেতরের চোখ

তাঁর চোখে বাংলাদেশ।
যে চোখ মলিন হলে অসমাপ্ত দিন
যে চোখ কাতর মনে ফোটে না তো ফুল
সেই চোখে অশ্রু নিয়ে শোকার্ত স্বদেশ
কুয়াশায় মোহাচ্ছন্ন তরুলতা, প্রাণী...

তাঁর চোখে কথা বলে চলে যেন
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল।

কে এমন দুর্যোধন আগুনে আগুন নিয়ে খেলে?
কে এমন ইয়াজিদ শূন্য করে পানির নহর?
পনেরো কোটির দেশে তুলকালাম হৃদয়ের দাম!

জীবন সংকীর্ণ নয়। ষড়যন্ত্র নয়।
নিশ্বাসের আপ্ত দাবি তৃষ্ণা-ক্ষুধা হলে
অবাধ চলাচলে থাকে সমূহ কর্ষণ
আর, মানুষ-দর্শন মানে সেই চোখ
আকাশ-অরণ্যব্যাপী শর্তহীন টান
সংসারের নম্র অভিযান!

মিলেছে মাটির ডাকে সেই ভগ্নি-মাতা
মিশেছে প্রাণের ডাকে সেই কোটি কোটি চোখ
দেখে প্রিয় বাংলাদেশ, বিপন্ন স্বদেশ!

হারিসুল হক

পরম বোন

আহ্ আমার সোনালি ধানের গোলা
অনিমেষ চেয়ে থাকা পান্থ শালিক
কোথায় কোথায়...

কোথায় গিয়েছে হেঁটে একতারা, মৌন লালন
হায়, কোথায় পালালো নদী গতিহারা
চরের ঢিবিতে

আর আমি এখনও ঘুমের ঘোরে
একা ডেকে ফিরি অথই বাসনায়
বানজাগা চাঁদের জোছনায়

ফিরেছে কি পরম বোন উষ্ণ উঠোনে
যে কখনো আমাদের যাবে না ছেড়ে
স্নেহময়ী নারী শেখ হাসিনা।

হালিম আজাদ

তোমার জন্যে একটি গজল

এগিয়ে যাও, বঙ্গজননী, আমরা তো রয়েছি,
তোমার ছায়ায় ছায়ায় অনাদিপ্রহর বুকপেতে দেবো,
তুমি যে পৃথিবীর সরাবে জঞ্জাল,
রাখবে মানুষের মুক্তজীবন, তার সুন্দর
সবটুকু নেব।
তোমার কঠিন সংগ্রামে নতুন ভোরে
জেগে ওঠে পথহারা মেঘপুঞ্জ, এ মাটির
পূণ্য পরতে,
তোমারই সাধনা, কষ্ট, শ্রমঘোর
লালিত বাংলার স্বপ্নমায়ায় বাঁচিয়ে রেখেছে মাটি, পতাকা,
পূজ্য সলতে।
বয়ে যায় মুক্তির উল্কাপাত এইখানে
তোমারই উচ্চবদান্যে, শ্রমলাল-জীবনঘষা জলসায়,
অমাবশ্যা মুছে যায়, সন্ধ্যাবৃক্ষ তাঁর
পাতায় পাতায় ফিরে যায় পথ, তোমারই বহতায়।
তোমার নামে গণপ্রাণ মুক্তির নিশান
উড়ায় প্রতিক্ষণ, স্বপ্নবানে তোমারই উদাত্ত বলবানে।
এ মাটির সব সাধনা-চাওয়া, একতারা,
দোতারায় জাগে জীবন তোমারই জয়গানে।
কে আর আছে আমাদের,
সব স্বপ্নের পাহাড়াদার-অনন্য মুক্তির ভরসা,
তুমিই যুদ্ধাপরাধীর বিচারের আশা-দুর্দ্দান্ত কাঁপন।
তুমিই জাতির শান্তির ভোর,
স্বাধীনতাবিরোধী করবে ধ্বংস-নির্বংশ
আমরা রয়েছি কোটি কোটি প্রাণ,
এগিয়ে যাও বঙ্গজননী, সাম্প্রদায়িক,

জঙ্গীর মূল্যোৎপাটন করে-যাও, এগিয়ে যাও
আমরা রয়েছি, তামাম বাঙালি,
তোমারই সাহস, অগণিত সঙ্গীভাই, মৌলশক্তি,
দিয়ে দেবো, দেবো সব জান।

এই বন্দিখানা একদিন থাকবে না

আপনি যেদিন কারাগারে প্রবেশ করলেন। বাংলাদেশ সেদিন
থেকেই আপনার গ্রেফতারের সরব-প্রতিবাদে–
জেলখানায় নিয়েছে ঠাঁই।
আপনি কারাগারে গেলেন, মানুষের সুবিচার গেল করাগারে।
দিন মজুরের ভাতের হাঁড়ি নিমিষেই গেল বন্দিশালায়।
শহর-বন্দর, মাঠের ফসল-প্রতিটি গ্রামের নিঃশ্বাস গেল জেলে।
প্রকৃতির সব জীবন-সভ্যতার মিছিল গেল কঠোর নির্বাসনে।
সাগরের প্রতিফোঁটা জল, মাতৃভূমির প্রাণ–অসহায় মানুষের
ঠিকানা হলো বুলেট তলায়।
ওরা ভাবলো না–আপনাকে বন্দি করা মানে স্বাধীনতার
প্রহরীকে বন্দি করা। সব নাগরিকের অন্তর-এ মাটির
পাহারাদারকে বন্দি করা।
ওরা ভাবলো না, আপনাকে গ্রেফতার করা মানে
স্বাধীন বাঙালি জাতির পতাকার যোদ্ধার বন্দি হয়ে যাওয়া।
লাল সবুজ রঙের উড়াড়ি বন্দি হয়ে যাওয়া।
ওরা এতো কুৎসিত-এ মাটির বুকভরা সাহসকে
ওরা চিনলো না।
ওরা এতো নির্বোধ–বাঙালির প্রাণভ্রমর-মুক্তির প্রতীককে
ওরা চিনলো না।
ওরা এতো অন্ধকার, এতো সর্বনাশা-মুক্তিযুদ্ধের
বাতিঘরকে ওরা জানে না।
এতো দুঃশাসন-এতো আবর্জনা-ওদের আমি অভিশাপ দিচ্ছি

এই ভেবে-ওরা দুর্নীতি বন্ধের লেবাসে হাজার গুণ দুর্নীতি
করছে সারাক্ষণ। আদালতের সংবিধান ঘুম পাড়ায়ে রেখে
এখানে এখন গায়ের জোরে
বিচারকে বিচারের নামে নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে হরহামেশা।
এইখানে এখন আপনার ছায়ার জন্যে পাখিরাও চিৎকার
করে ওঠে।
হে-নেতা-আপনাকে নির্বাসনে নিয়ে
ওরা জাতির আকাশে নিয়ে এলো কালোমেঘের কাল।
এ বড়ই অসহনীয়-খুব বেশি কষ্টে আছে
বাঙালি-মাছে-ভাতে।
হায় নেতা-আপনি নেই-এই দুঃখের ভারে ঘুমাতে পারে না
বাংলাদেশ। আপনার-
কারাবন্দির পর গোলার চাল হয়ে গেল নিঃশেষ
জাতির গোলায় এখন মর্যাদা নেই, তেল নেই, কৃষকের মুখে
নেই সেই শান্তির গজল। এইখানে এখন-
চাল আমদানি করতে হয় শ্রমিকের ঘামঝরা
চাকা ঘুরানো-রক্তাক্ত বর্ণের টাকায়।
আপনাকে গ্রেফতার করে-যারা ঘরে ঘরে ক্ষুধার্ত পর্বত গড়ে
তুলেছে-চাল কেনার
লাইনে দাঁড়িয়ে তারা আপনার গ্রেফতারের ধিক্কার জানাচ্ছে।

আপনাকে যেদিন জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হলো,
সে রাতে আকাশে জাগেনি তারার মেলা।
সুগন্ধা ঘুমায়নি। অনিদ্রায় ছিল সে রাত এই দেশ।
অসহায় মানুষের ঢল নেমেছিল ঢাকার পথে পথে।
ঢাকার ধুলোবালিও হায় হায় করে কেঁদে উঠেছিল।
বনাঞ্চল জুড়ে জীব-জন্তুরা করেনি আহার।
বাজেনি রাখালের বাঁশি।
আপনার শূন্যতায়–

গণতন্ত্র পিষে মারা হলো বুটের তলায়।
এ তো বাংলাদেশ নয়।
যে স্বৈরাচার আপনাকে লোকালয় থেকে নিয়ে গেছে বন্দিত্ব
গহনে-নির্বাসিত গুহায়,
ওরা জানে না-এই মুখ এই প্রান্তরের–
মায়াময় শেকড়।
জানি, আপনার অসুস্থতাকে নিয়ে ওরা ক্ষমার অযোগ্য পাপে
ডুকে আছে। গণতান্ত্রিক মানুষ একদিন এই পাপের
উসুল আদায় করে নেবে।
জানি, নির্জন কারাগারে প্রতিদিন আপনার দু'চোখ তাকিয়ে
রয় অভাবী জনতার দিকে।
টুঙ্গিপাড়ার দিকে–যেখানে সুনিবিড় ঘুমিয়ে আছেন
জাতির জনক।
আপনার কারাগার এখন পনের কোটি মানুষের কারাগার
হয়ে আছে।
এই বন্দিখানা একদিন জনতার মিছিলের তোড়ে তছনছ
হয়ে যাবে। ছারখার হয়ে যাবে। নিঃশেষ হয়ে যাবে।